

যুক্তরাজ্যে একসঙ্গে ৫ সরকারি চাকরি

অভিনব কাযদায় জালিয়াতি

একাধিক চাকরির চাপ সামলাতে ব্যবহার করতেন ‘সিক লিভ’, নিজেকে অসুস্থ দেখাতে মুখে লাগাতেন মেকআপ

দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : করোনা মহামারীর পর চালু হওয়া ‘ঘর থেকে কাজ করা’ বা ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ সংস্কৃতির সুযোগ নিয়ে এক অভিনব জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস হয়েছে যুক্তরাজ্যে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের এক সরকারি কর্মকর্তা একই সময়ে অন্তত পাঁচটি ফুল টাইম সরকারি চাকরি করে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পাউন্ড হাতিয়ে নিয়েছেন বলে আদালতে অভিযোগ উঠেছে। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের। সাদার্ক ক্রাউন কোর্টে এই মামলার শুনানিতে প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, ৫৫ বছর বয়সি কাশিম চৌধুরী নামের ওই ব্যক্তি জালিয়াতির ৯টি অভিযোগই অস্বীকার করেছেন। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মোট আটটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে

কাজ করে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড উপার্জন করেছেন কাশিম। এর মধ্যে ২০২৩ সালের মে মাসেই তিনি একসঙ্গে পাঁচটি পূর্ণকালীন চাকরি করছিলেন। হিসাব অনুযায়ী, এই পাঁচটি চাকরির জন্য তার সাপ্তাহিক কাজের চুক্তিবদ্ধ সময় ছিল ১৮৩ ঘণ্টা! অথচ একটি পূর্ণ সপ্তাহে মোট ঘণ্টা রয়েছে ১৬৮টি (২৪ ঘণ্টার ৭ দিন)। অর্থাৎ, সপ্তাহের মোট সময়ের চেয়েও বেশি ঘণ্টা চাকরির খাতায় দেখিয়ে তিনি বেতন তুলছিলেন। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে চাকরি শুরু করার পর ২০২১ সালের এপ্রিলে তিনি পরিবেশ, খাদ্য ও গ্রামীণ বিষয়ক বিভাগেও চাকরি নেন। এভাবে একের পর এক এনএইচএস, হোম অফিস,



অভিযুক্ত কাশিম চৌধুরী

ফুড স্ট্যাভার্ডস এজেন্সি এবং ইউকে হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সির মতো সংস্থায় একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যান তিনি। নতুন চাকরি নেওয়ার সময় তিনি আগের চাকরির কথা সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিলেন। একাধিক চাকরির চাপ সামলাতে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভুয়া অসুস্থতা ও ‘সিক লিভ’ ব্যবহার করতেন। কোভিড মহামারীর সময়ের ওয়ার্ক ফ্রম হোম-এর সুযোগকে তিনি পুরোপুরি অপব্যবহার

করেছিলেন। আদালতে বলা হয়, তিনি ‘উদ্বেগ ও বিষন্নতা’র অজুহাত দেখিয়েছিলেন এবং অসুস্থ মায়ের দেখাশোনার কথা বলে বাড়ি থেকে কাজ করার অনুমতি নিয়েছিলেন। তবে কাজের চাপ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যাওয়ায় একপর্যায়ে তিনি ধরা পড়ে যান। ২০২৩ সালের মে মাসে ইউকে হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সির (ইউকেএইচএসএ) ম্যানেজার অ্যালিশা অ্যাডামস তার -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

যুক্তরাষ্ট্রে ড. ইউনুসকে হেনস্তা

- যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বাংলাদেশ মিশনকে সরকারের নির্দেশ
- সাবেক ১২ উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন মহলের ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড়



দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে বাংলাদেশের সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসকে হেনস্তা করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানানো হয়। এদিকে এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের ১২ জন উপদেষ্টা। এ কাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

হুথি বিদ্রোহীদের অব্যাহত হামলা রিয়াদ বিমানবন্দর বন্ধ সৌদির আকাশ শূন্য



দুই বাংলাদেশিসহ অন্তত ১৩ জন নিহত, আহত ৩ শতাধিক

দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের চালানো প্রাণঘাতী হামলার জেরে সৌদির রাজধানী রিয়াদে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। ১২ অক্টোবর সোমবার

সেখানকার আকাশপথ ছিল প্রায় শূন্য। কোনো উড়োজাহাজ দেখা যায়নি। দেশটির দ্বিতীয় ব্যস্ততম কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম স্থগিত রাখার বিষয়ে সৌদি -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

রিফর্ম ক্ষমতায় গেলে ৫ বছরের জন্য এসাইলাম বন্ধ

দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : ব্রিটেনে ক্ষমতায় গেলে পাঁচ বছরের জন্য আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দেওয়া বন্ধ, সব আশ্রয় ট্রাইব্যুনাল বাতিল এবং বৈধ শরণার্থী প্রবেশের পথ বন্ধ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন রিফর্ম ইউকের নেতা নাইজেল ফারাজ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মিরর-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দলটি ক্ষমতায় এলে সংসদের একটি পূর্ণ মেয়াদজুড়ে এসব ব্যবস্থা কার্যকর রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, তখন বিচারাধীন আশ্রয় আবেদন ও আপিলও বাতিল করা হতে পারে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে যুক্তরাজ্যে আশ্রয় ও মানবিক সুরক্ষাসংক্রান্ত প্রায় ৯০ হাজার আপিল নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। ফারাজের পরিকল্পনা অনুযায়ী, রিফর্ম ইউকে সরকার গঠন করলে এসব আপিলের শুনানি না করে আবেদনকারীদের দেশ থেকে বহিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে এটি দলটির প্রস্তাবিত নীতি; বর্তমানে কার্যকর কোনো সরকারি সিদ্ধান্ত নয়।

শুধু নতুন আবেদন নয়, গত পাঁচ বছরে যেসব শরণার্থী যুক্তরাজ্যে আশ্রয় পেয়েছেন, তাদের মামলাও পুনরায় পর্যালোচনার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে হোম

অফিস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আশ্রয় পাওয়ার ভিত্তি ও মামলার তথ্য নতুন করে যাচাই করবে বলে প্রতিবেদনে



উল্লেখ করা হয়েছে।

রিফর্ম ইউকে আরও জানিয়েছে, শরণার্থী পুনর্বাসনের বিভিন্ন কর্মসূচি বন্ধ করা হবে। ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ সম্প্রতি যেসব পুনর্বাসন কর্মসূচি পুনরায় চালুর কথা বলেছিলেন, সেগুলোও এই পরিকল্পনার আওতায় পড়তে পারে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে আসার কথা থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ফিলিস্তিনি এবং আফগানিস্তানের নারী ও মেয়েদের উল্লেখযোগ্য অংশ থাকার কথা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

রিফর্ম ইউকের দাবি, এ ধরনের

পুনর্বাসন কর্মসূচি চালানোর পক্ষে সরকারের জনগণের কাছ থেকে স্পষ্ট ম্যাডেট নেই। দলটির পরিকল্পনা অনুযায়ী, এসব কর্মসূচির মাধ্যমে ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্যে আসা ব্যক্তিদেরও বহিষ্কারের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

ফারাজ দ্য টেলিগ্রাফকে বলেছেন, যুক্তরাজ্য বর্তমানে জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতির মুখোমুখি। তার দাবি, দেশে কতজন অবৈধভাবে অবস্থান করছেন এবং তারা কী ধরনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারেন, সে বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় নতুন আশ্রয়প্রার্থী গ্রহণ করা উচিত নয়। তিনি আরও বলেন, রিফর্ম ইউকে সরকার ব্রিটিশ নাগরিকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে এবং সীমান্ত সুরক্ষায় গুরুত্ব দেবে।

ডেইলি মিরর-এর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে জনমত জরিপে রিফর্ম ইউকের সমর্থন কমেছে। কয়েকটি জরিপে দলটি লেবার পার্টির পেছনে রয়েছে এবং কিছু জরিপে কনজারভেটিভ পার্টির চেয়েও পিছিয়ে পড়েছে। পাশাপাশি দলটির অনুদান নিয়ে বিতর্ক, অভ্যন্তরীণ সংকট, কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পদত্যাগ এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ তদন্ত ও দলটির ওপর চাপ তৈরি করেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো 'কমিউনিটি কনভারসেশন'

দেশ ডেস্ক, লন্ডন, ১৬ অক্টোবর ২০২৬: কমিউনিটির মানুষের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে 'কমিউনিটি কনভারসেশন'। এ আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় কমিউনিটির সদস্যরা সরাসরি মসজিদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে নিজেদের মতামত, পরামর্শ ও প্রত্যাশা তুলে ধরার সুযোগ পান। গত মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত লন্ডন মুসলিম সেন্টারের গ্রাউন্ড ফ্লোরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা মসজিদের বিভিন্ন সেবা ও কার্যক্রম সম্পর্কে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন।



অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা ফিডব্যাক ফর্ম পূরণের মাধ্যমে মসজিদের সেবার মানোন্নয়নে তাঁদের মতামত, নতুন ধারণা ও প্রত্যাশা জানান। পাশাপাশি অনেকে মসজিদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুরশাদ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জুনায়েদ আহমেদ, হেড অব অ্যাসেস্টস অ্যান্ড অপারেশনস আসাদ জামান এবং হেড অব প্রোগ্রামস ও মারিয়াম সেন্টারের ম্যানেজার সুফিয়া আলমসহ মসজিদের

সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সম্পর্কে মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুরশাদ বলেন, 'আমরা সারা বছরই কমিউনিটির মানুষের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করি। এসব মতামত আমাদের সেবা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কমিউনিটি কনভারসেশনের মাধ্যমে মানুষ সরাসরি আমাদের কাছে তাঁদের মতামত ও নতুন ধারণা তুলে ধরার সুযোগ পান।' মসজিদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুনায়েদ আহমেদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কমিউনিটির মানুষের কথা শোনার জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত এ ধরনের অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, 'আজ এত নারী ও পুরুষ সদস্যকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে

অংশগ্রহণ করে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও নতুন ধারণা তুলে ধরতে দেখে আমরা আনন্দিত। আমরা তাঁদের প্রতিটি মতামত গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করব এবং মসজিদের ভবিষ্যৎ সেবা ও সুযোগ-সুবিধার পরিকল্পনায় সেগুলো কাজে লাগাব।'

উল্লেখ্য, গত বছর প্রথমবারের মতো 'কমিউনিটি কনভারসেশন' উদ্যোগ চালু করা হয়। কমিউনিটির মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং মসজিদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত করাই এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

Excellence in Tuition®

Excel Tutors

EST. 2010

100% Pass Rate GCSE / A-Level Since 2010

Ofsted Registered

অফস্টেট নিবন্ধিত

আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য

নির্ভরযোগ্য ঠিকানা

মানসম্মত টিউশন

YEAR 3 - GCSE, A-LEVEL, SATS & 11+

গণিত
MATHS

ইংরেজি
ENGLISH

কম্পিউটার সায়েন্স
COMPUTER SCIENCE

বিজ্ঞান
SCIENCE

অর্থনীতি
ECONOMICS

বিজনেস
BUSINESS

মাত্র ৩ মাসে

আপনার সন্তানের গ্রেড উন্নয়ন করুন

BOOST YOUR CHILD'S GRADE IN JUST 3 MONTHS

Ofsted Registered
Childcare Provider

অফস্টেট নিবন্ধিত
চাইল্ডকেয়ার প্রদানকারী

We Accept
Childcare Grant

চাইল্ডকেয়ার গ্রান্ট
গ্রহণ করি

We Accept Childcare
Tax Free Payments

চাইল্ডকেয়ার ট্যাক্স-ফ্রি
পেমেন্ট গ্রহণ করি

**আজই আপনার সন্তানের
ফ্রি এসেসমেন্ট বুক করুন!**

BOOK YOUR CHILD'S
FREE ASSESSMENT TODAY!

MAIN BRANCH (WHITECHAPEL)
161-163 Commercial Road, Whitechapel, London, E1 2DA
General Enquiries: info@exceltutors.org.uk
Exams Enquiries: exam@exceltutors.org.uk
0207 0011 411 | 077582 715 568

STRATFORD BRANCH
157 Leytonstone Road, London, E15 1LH
stratford@exceltutors.org.uk
020 3518 2177 | 07990 629 840

EAST HAM BRANCH
320 Barking Road, London, E6 3BA
eastham@exceltutors.org.uk
020 3518 2180 | 07399 361 913

DOCKLANDS BRANCH
Club55, Stewart Street
London, E14 3JE
docklands@exceltutors.org.uk
07493 582 126

ILFORD BRANCH
393 Eastern Avenue
Gants Hill, Ilford, IG2 6LR
ilford@exceltutors.org.uk
07904 509 799

VISIT **exceltutors.org.uk**

FOR MORE INFO!

SCAN ME

ভুয়া সমকামী সাজিয়ে এসাইলাম আবেদন

সাজ্জাদ মিয়া খেফতার, জামিন



দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের ভুয়া সমকামী হিসেবে উপস্থাপন করে আশ্রয় পাওয়ার প্রক্রিয়ায় সহায়তার নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে পূর্ব লন্ডনে পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তর হওয়া সাজ্জাদ মিয়া (৪২) নামের এক বাংলাদেশিকে খেফতার করেছে ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট বিভাগ। সিলেটের বাসিন্দা সাজ্জাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সমকামী নন-এমন ব্যক্তিদের ভুয়া পরিচয়ে উপস্থাপনের জন্য -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

মৃত্যুর কাছাকাছি থেকে ফিরে আসা নারীর দাবী পরজগতে মৃত মা-বাবা বোনকে দেখতে পাই

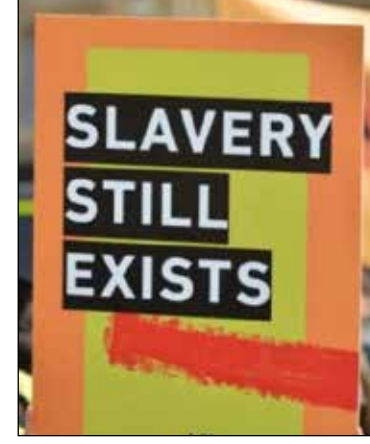
দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম ডেইলি মিররের এক প্রতিবেদনে আনা ক্রিস্টিনা নামের এক নারীর মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে। তার অভিযোগ, স্বামী তার খাবারে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

যুক্তরাজ্যে স্কিল্ড ওয়ার্কারদের সুখবর

কর্মস্থলে শোষণের শিকার হলে অন্যত্র কাজে যুক্ত হওয়া যাবে

দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : যুক্তরাজ্যে মর্ডান স্লেভারি (আধুনিক দাসত্ব) ও কর্মক্ষেত্রে শোষণের শিকার বিদেশি কর্মীদের সুরক্ষায় নতুন ভিসা নিয়ম কার্যকর করেছে সরকার। ৯ অক্টোবর ২০২৬ থেকে কার্যকর হওয়া এ নিয়ম অনুযায়ী, স্কিল্ড ওয়ার্কার ভিসায় থাকা কোনো ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে মর্ডান স্লেভারির শিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেলে তাকে আর নির্দিষ্ট স্পনসর বা নিয়োগকর্তার অধীনে কাজ করতে হবে না। তিনি নিজের ভিসার অবশিষ্ট মেয়াদে অন্য যেকোনো বৈধ কাজে যুক্ত হতে পারবেন।

যুক্তরাজ্যের হোম অফিস প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয়েছে, আগে নির্ধারিতকারী বা শোষণকারী নিয়োগকর্তার চাকরি ছেড়ে দিলে বিদেশি কর্মীরা নিজেদের



অভিবাসন বৈধতা হারানোর ঝুঁকিতে পড়তেন। একই সঙ্গে চাকরি ও আয়ের উৎস হারানোর আশঙ্কাও থাকত। স্কিল্ড ওয়ার্কার ভিসাধারীরা সাধারণত সরকারি

তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ না থাকায় অনেকেই নির্যাতন সহ্য করেও চাকরি ছাড়তে পারতেন না। নতুন নিয়মের ফলে স্বীকৃত ভুক্তভোগীরা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাবেন।

নতুন নিয়মটি শুধু ক্রেয়ারকর্মীদের জন্য নয়; স্কিল্ড ওয়ার্কার ভিসার আওতায় থাকা অন্যান্য কর্মীরাও এর সুবিধা পাবেন। যুক্তরাজ্যে বৈধভাবে কাজ করার আশায় যেসব বিদেশি কর্মী এসেছিলেন, কিন্তু পরে অসাধু নিয়োগকর্তার শোষণের শিকার হয়েছেন, তাদের জন্য এই পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছে সরকার।

হোম অফিসের বিবরণে এক ভুক্তভোগী নারীর অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। স্থায়ী ও -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

NO FEE
SENDING MONEY TO
BANGLADESH



Send money through
IFIC Money Transfer UK



No Fee
on money transfer to Bangladesh



Enjoy
Meet and Greet Service
in Airport in Bangladesh when you travel.

**WE ARE
HIRING AGENT**



Meet & Greet Service



Fast | Secure | Reliable

IFIC Money Transfer – Trusted by millions

IFIC Money Transfer UK LTD
18 Brick Lane, London E1 6RF, Tel: 020 7247 9670

রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলা

সৌদিগামী ৫১ ফ্লাইট বাতিল বিপাকে হাজার হাজার কর্মী

ঢাকা, ১৩ অক্টোবর : সৌদি আরবের বিমানবন্দরে হুতিদের হামলার পর হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের অর্ধশতাধিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজার হাজার সৌদিগামী যাত্রী। রিয়াদ বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণার পর এসব যাত্রী অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। যাত্রীদের কেউ জানেন না কবে তারা সৌদি যেতে পারবেন। কবে আবার ফ্লাইট স্বাভাবিক হবে। হতাশা অনিশ্চয়তা নিয়ে যাত্রীদের কেউ কেউ বিমানবন্দরে নির্ধুম সময় কাটাচ্ছেন। আবার কেউ হোটেলে থাকছেন। আবার অনেকেই বাড়ি চলে যাচ্ছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে যাওয়া বেশির ভাগই যাত্রীই শ্রমিক। তাদের কাছে পর্যাপ্ত টাকা নেই যা দিয়ে ঢাকায় অবস্থান করবেন। টিকিটের টাকা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত। কারণ এয়ারলাইন্সগুলো যদি টিকিট রিফান্ড না করে তবে অনেকেই বড় ধরনের আর্থিক সংকটে পড়বেন।

সিভিল এভিয়েশন অথরিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সৌদি আরবের বিমানবন্দরে হামলার প্রেক্ষিতে ৫১টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এরমধ্যে ডিরেক্ট ফ্লাইট ১২টি আর ট্রানজিট ফ্লাইট ৩৯টি। সবমিলিয়ে ৫১টি ফ্লাইটের প্রায় ৫ হাজার ৪১৮ জন যাত্রী সৌদি

আরবের বিভিন্ন গন্তব্যে যেতে পারেননি। এ সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বাড়বে। বৈচিত্র্যক সূত্র জানিয়েছে, বাতিল হওয়া ডিরেক্ট ফ্লাইটের মধ্যে বাংলাদেশ বিমানের ৪, ইউএস বাংলার ২, সৌদি এয়ারলাইন্সের ৩ ও রিয়াদ



এয়ারওয়েজের ৩। আর ট্রানজিট ফ্লাইটের মধ্যে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের ১৬, সালাম এয়ারের ৩, এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ৯, ইজিপ্ট এয়ারের ১, কাতার এয়ারওয়েজের ৫ ও ফ্লাই দুবাইয়ের ৫টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত আর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ১৭ তারিখ পর্যন্ত রিয়াদগামী সব ধরনের ফ্লাইট বাতিল করেছে।

ভোগান্তিতে হাজার হাজার যাত্রী: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাসিন্দা আসলাম মিয়া। এক

দশকের বেশি সময় ধরে সৌদি আরবের রিয়াদে থাকেন। তিন মাসের ছুটিতে দেশে এসেছিলেন। গতকাল সৌদি এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে দেশটিতে ফেরার কথা ছিল তার। কিন্তু হুতিদের হামলার কারণে

বিমানবন্দরের টার্মিনাল-২ এর সামনে স্বজনদের কাছে মোবাইল ফোনে দুঃখপ্রকাশ করছিলেন মৌলভীবাজারের রিপন মিয়া। তিনি প্রতিবেদককে জানান, জরুরি ভিত্তিতে সোমবার সৌদিতে থাকার কথা। কিন্তু এই সোমবার কেন আগামী সোমবারে যেতে পারবো কিনা তার ঠিক নাই। বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছি। এখন আবার বাড়িতে যাবো নাকি হোটেলে গিয়ে থাকবো বা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করবো জানি না। সঠিক তথ্য কারও কাছ থেকে পাচ্ছি না। ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু তারাও কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না।

লক্ষ্মীপুরের বাসিন্দা মঈনুদ্দিন। রিয়াদ থেকে ছুটিতে বাংলাদেশে আসেন কয়েক মাস আগে। ছুটি শেষে সোমবার তার রিয়াদ যাওয়ার কথা। সেই অনুযায়ী ইউএস বাংলার টিকিটও নেন। সোমবার দুপুর আড়াইটায় তার ফ্লাইট ছিল। সে কারণে ১২টার সময় তিনি বিমানবন্দরের ভেতরে যান। পরে কাউন্টার থেকে জানানো হয়, ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এরপর তিনি বাইরে চলে আসেন। তিনি বলেন, ফ্লাইট বাতিলের বিষয়টি আগে থেকে জানানো হয়নি। এখন ফ্লাইট বাতিল করা হলো। কাউন্টার থেকে জানানো হয়, রিয়াদ বিমানবন্দর চালু হলে ওই টিকিটেই নিয়ে যাওয়া হবে। তার হাতে আর সাত দিন

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শামা ওবায়দ মক্কা-মদিনার ওপর হুমকি এলে বাংলাদেশ বসে থাকবে না



ঢাকা, ১৩ অক্টোবর : পবিত্র মক্কা ও মদিনার ওপর কোনো হুমকি এলে বাংলাদেশ বসে থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়দ। বলেছেন, মক্কা-মদিনা সারা বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যের জায়গা। এটি সাধারণ কোনো কূটনৈতিক বিষয় নয়। এর সঙ্গে আবেগ জড়িত। তাই মক্কা ও মদিনার ওপর হুমকি এলে বাংলাদেশ অবশ্যই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

সোমবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিআইআইএসএস) প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। এর আগে বিআইআইএসএস আয়োজিত 'বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি: পরিবর্তনশীল বিশ্বে পথপরিক্রমা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন তিনি।

সেমিনারে সরকারের 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতির আলোকে জাতীয় স্বার্থ, কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন এবং পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আ স ম রিদওয়ানুর রহমান। সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। এ সময় সৌদি আরব ও হুতিদের সংঘাত, মধ্যপ্রাচ্যের ওপর বাংলাদেশের জ্বালানিনির্ভরতা, প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা এবং আলোচিত মক্কা জোটে বাংলাদেশ থেকে সেনা পাঠানোর বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়।

মক্কা চুক্তিতে বাংলাদেশের তরফে সৌদি আরবের প্রয়োজনে সেনা পাঠানোর বিষয়ে জানতে চাইলে শামা ওবায়দ বলেন, বাংলাদেশ এখনো মক্কা জোটে যোগ দেয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে জোটে যোগ দিলে সেনা পাঠানোর প্রশ্ন আসবে। কিন্তু বাংলাদেশ এখনো যোগ না দেয়ায় এই মুহূর্তে সেনা পাঠানোর কোনো প্রশ্নই নেই। তবে সৌদি আরবে যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে বাংলাদেশের সংহতি রয়েছে। বাংলাদেশ চায়, অবিলম্বে এ ধরনের হামলা বন্ধ হোক। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে সৌদি যুবরাজের কাছে একটি চিঠিও দেয়া হয়েছে। সৌদি আরবের জনগণ ও সরকারের পাশে রয়েছে বাংলাদেশ।



Kingdom Solicitors

Commissioner for OATHS

**ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন**

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

Tareq Chowdhury
Principal



YOUR PROPERTY MAINTENANCE & REPAIR SPECIALISTS

Boiler Repairs & Servicing

New Boiler Installation

Unvented & Open Cylinders

Bathroom & Kitchen Installations

Plumbing & Drainage

Power Flushing & Heating Systems

Landlord Gas Safety Checks

Cooker & Washing Machine Fitting

CALL US TODAY!

07863 289758

FULLY INSURED • RELIABLE SERVICE • FREE QUOTATIONS

Our Services:

- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return



Taj Accountants

We are registered licence holder in public practice



TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Free agent

ClearBooks

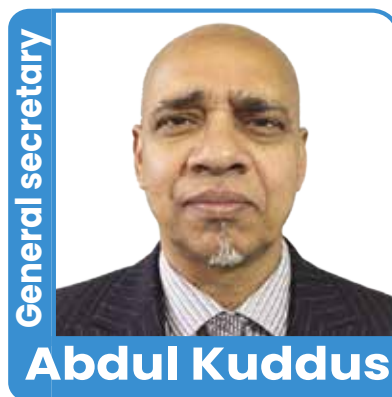
Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649



BISHWANATH PROBASHI EDUCATION TRUST UK

দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২০২৬

GULJAR-KUDDUS-MONIR PANEL



ব্যবসায়ী থেকে রাজনৈতিক মাফিয়া

৬ ব্যাংক একাউন্টে শাহরিয়ার আলমের ২৬০ কোটি টাকা

ঢাকা, ১৩ অক্টোবর : আওয়ামী লীগ শাসনামলে রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনে চারবার সংসদ সদস্য (এমপি) হয়েছিলেন শাহরিয়ার আলম। এর মধ্যে দুই দফায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। আওয়ামী লীগে তিনি ছিলেন দোদুস্ত প্রভাবশালী। শাহরিয়ার মূলত ছিলেন ব্যবসায়ী। ২০০৮ সালে প্রথম নির্বাচন করে বিজয়ী হন। তখন হাফনামায় ঋণগ্রস্ত ছিলেন বলে উল্লেখ করলেও পরবর্তী ১৬ বছরে ঘটে তার অভাবনীয় উত্থান। শাহরিয়ার বনে যান কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক। ঢাকায় গড়ে তোলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিমুখী আটটি পোশাক শিল্পপ্রতিষ্ঠান। ঢাকা, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাটে রয়েছে মূল্যবান জমি, ফ্ল্যাট, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং এগ্রোফার্মসহ অচেন সম্পদ। সরকারি টাকা লুট করে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যবসার বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন ব্রাজিল, চীন ও রাশিয়ায়।

লুটপাট, ক্ষমতার অপব্যবহার, দমন-পীড়ন, দখল আর পেশিজি ব্যবহার করে শাহরিয়ার ব্যবসায়ী থেকে পরিণত হন রাজনৈতিক মাফিয়ায়। আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) নেতাকর্মীরা এর প্রতিবাদ জানালে তাদের বিরুদ্ধেও দেওয়া হতো মামলা। ফলে দলে শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীরা ছিলেন নিজ এলাকাতেই পরবাসী। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় প্রধান প্রতিপক্ষ, আসনটির বর্তমান এমপি জেলা বিএনপির আব্বাস আলী বাবু সাঈদ চাঁদের নামে দেন ৮৫টি মামলা।

রাজশাহীতে শাহরিয়ারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানান, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট খুব ভোরে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আঁচ করতে পারেন চতুর

শাহরিয়ার। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই তিনি রাজশাহী ছেড়ে সড়কপথে গেদে সীমান্তে পৌঁছান। এরপর ভারতে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে থাইল্যান্ড হয়ে রাশিয়ায় চলে যান। তবে শাহরিয়ার বর্তমানে ভারতের কলকাতার নিউটাউনে সাড়ে তিন হাজার স্কয়ার ফুটের আলিশান একটি ফ্ল্যাটে দ্বিতীয় স্ত্রী সিলভিয়া পারভীন লেনিকে



নিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করছেন। সেখানে গড়েছেন স্থায়ী নিবাস। তার জন্য হস্তির মাধ্যমে দেশ থেকে টাকা পাঠানো হচ্ছে। তার বিশাল ফ্ল্যাটে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী, এমপি, কেন্দ্র এবং রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাসিত নেতারা নিয়মিত যাতায়াত করছেন। দেশকে অস্থিতিশীল করতে নেওয়া হচ্ছে নানা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করে শাহরিয়ার চীন, রাশিয়া ও ব্রাজিল সফর করছেন।

এদিকে দেশে বর্তমানে শাহরিয়ারের ব্যবসার বিশাল সাম্রাজ্য এবং আর্থিক বিষয়টি সামলাচ্ছেন তার আপন ভাই সাইফুল ইসলাম বাদল, ব্যবসায়িক পার্টনার

বিএনপিপন্থি ব্যবসায়ী নাসিমুল বাশার চৌধুরী, মুহাম্মদ সাঈদ, রাজশাহীর ছাত্রলীগ নেতা হাসানুর সজল, বাঘা উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ফাতেমা খাতুন লতার ছেলে তানজিম এবং চারঘাটের তসিকুল নামের এক ব্যক্তিসহ একটি শক্তিশালী চক্র।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসূচ্য হওয়ার পরই রাজশাহীর তিনটি থানায় শাহরিয়ার আলমের বিরুদ্ধে চারটি মামলা হয়। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে গত বছরের ২৪ এপ্রিল দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলা করে। এছাড়া শাহরিয়ারের ছয়টি ব্যাংক হিসাবে ২৬০ কোটি ৯৪ লাখ ৯৬ হাজার ৩৭০ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। মিডিয়ার নিজস্ব অনুসন্ধান এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে পাওয়া গেছে এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য। শাহরিয়ারের গার্মেন্ট ব্যবসা দেখছে শক্তিশালী চক্র : ২০০৮ সালের নির্বাচনে এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর শাহরিয়ারকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কৌশলী শাহরিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার শুরু করেন। ঘটতে থাকে তার অর্থনৈতিক উত্থান। দ্রুত তার গার্মেন্ট ব্যবসা ফুলেফেঁপে ওঠে। প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান রেনেসাঁ গ্রুপ। তবে বর্তমানে গ্রুপটির মূল পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে (মালিকানা) কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। গ্রুপটির বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) বিএনপিপন্থি ব্যবসায়ী নাসিমুল বাশার চৌধুরী। আর পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম মুহাম্মদ সাঈদ। এ প্রতিষ্ঠানটিতে শাহরিয়ারের ব্যবসা দেখভাল করছেন এমডি বাশার এবং পরিচালক মুহাম্মদ সাঈদ।

বরগুনায় সাংবাদিকদের চিফ হুইপ

দুপুরে হাসিনার খরচ ছিল সাড়ে ১০ লাখ, তারেক রহমান খান ১৫০ টাকা

ঢাকা, ১৪ অক্টোবর : প্রতিদিন দুপুরের খাবারের পেছনে শেখ হাসিনা যে অফিস থেকে সাড়ে ১০ লাখ টাকা খরচ করতেন, সেই ব্যয়ের পরিমাণ বছরে ৩৫ কোটি টাকা বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও বরগুনা-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. নূরুল ইসলাম মণি।



তিনি বলেছেন, যে অফিস থেকে হাসিনা প্রত্যেকদিন দুপুরের সময় সাড়ে ১০ লাখ টাকা, বছরে ৩৫ কোটি টাকা খরচ করেছেন। সেখানে তারেক রহমান ১৫০ টাকায় খান। তিনি কিছুদিন আগে বলেছেন, “দেশের একটা পয়সাও আমার হাত দিয়ে নষ্ট হবে না, আমি যতদিন আছি।” বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর ১টার দিকে ৮ দিনের সফরে বরগুনায় এসে বরগুনার সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।

চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম মণি বলেন, কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ আপনার হৃদয় দেখে বিচার করবেন। আপনি মোটা ছিলেন না শুকনা ছিলেন, কালো ছিলেন না ফর্সা ছিলেন, লম্বা ছিলেন না খাটো ছিলেন-তা দেখবেন না। আপনার হৃদয় দেখবেন। আল্লাহর প্রতি আপনার ঈমান আছে কি-না, বিশ্বাস নিয়ে আপনি মারা গেছেন কি-না, তা দেখেই হাশরের ময়দানে বিচার করবেন। আপনারাও তারেক রহমানের হৃদয় দেখবেন। মোটা কাপড়, সিম্পল জীবনযাপন করেন। গত পরশুদিন দুপুরে ডেরস ভাজি, কুমড়া ভর্তা ও ডাল দিয়ে তার (তারেক রহমান) সঙ্গে খেয়ে এসেছি।

তিনি আরও বলেন, ভাগ্য বাংলাদেশের যে তারেক রহমানের মতো একজন মানুষ দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কাজেই এইরকম ভাগ্য যদি আমরা নষ্ট করি, ধরুন তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকলেন না অন্য কেউ একজন প্রধানমন্ত্রী হলেন। তাইলে তার থেকে কি সে ভালো চলাবে?

LORD & SOLOMON
CRIMINAL DEFENCE SOLICITORS

We cover all criminal offences in the United Kingdom
Legal Aid is available upon request

গ্রেফতার করা হয়েছে?
চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার পাশে আছি।

- 24 Hour Police Station Attendance
- Magistrates Court Representation
- Crown Court Trials

Emergency line: **07365 535 760**
Email: **general@lordandsolomon.com**

BENECO
financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478

আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মার্গেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরনের মার্গেজ করে থাকি।

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.

মার্গেজ মার্গেজ মার্গেজ বাড়ি কিনতে চান?

- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মার্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিষ্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে ‘ডিফল্ট’ হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মার্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

بركة barakah Money Transfer

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার ও ইসলামিক শপ

- 7 DAYS সপ্তাহে ৭ দিন খোলা
- আমরা ভালো রেইটে দেশে টাকা পাঠিয়ে থাকি
- প্রতিদিন ইন্সটেন্ট ক্যাশ

বারাকাহ ইসলামিক শপ
এখানে বারাকাহ ইসলামিক শপে **বিশেষ অফার চলছে**

তোব **£14**

ইহরাম : **£14**

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

Barakah Money Transfer
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

TAKA RATE LINE:
020 7247 0800



ডা তেহসিন খান, সাধারণ চিকিৎসক এবং NHS লন্ডনের ক্লিনিক্যাল উপদেষ্টা, আপনার সন্তানদের এবং ফ্লু ভ্যাকসিন সম্পর্কে আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন।



ডক্টর তেহসিন খান

“ একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি জানি যে প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু ফ্লুর কারণে হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে শিশুরা শীতের আগে ফ্লুর ভ্যাকসিন গ্রহণ করে যাতে আপনার শিশু এবং আপনার পরিবার ফ্লু থেকে সুরক্ষিত থাকে।

শিশুদের ফ্লু ভ্যাকসিন ফ্লু থেকে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করে। এটি ২ থেকে ৩ বছর বয়সী শিশু, স্কুলে পড়া শিশু (রিসেপশন থেকে বছর ১১) এবং কিছু দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যায়ুক্ত শিশুদের জন্য দেওয়া হয়।

তারা কেন শিশুদের নাকের স্প্রে মাধ্যমে ফ্লু ভ্যাকসিন দেয়?

নাসিক স্প্রে অনেক শিশুর জন্য প্রিয় ভ্যাকসিন। এটি দ্রুত এবং ব্যথাহীন এবং ফ্লু ছড়ানোর সম্ভাবনা কমাতে আরও ভাল হতে পারে।

নাসাল স্প্রে কি শুয়োরের মাংস থাকে?

হ্যাঁ। নাসাল স্প্রে ভ্যাকসিনে সুপরিশোধিত শূকরের জেলাটিনের একটি রূপ থাকে, যা সংরক্ষণের সময় ভ্যাকসিন কার্যকর রাখতে সাহায্য করে।

কোনও শূকরের বিকল্প আছে কি?

হ্যাঁ। আপনি পরিবর্তে ইনজেকশনযোগ্য ফ্লু ভ্যাকসিনের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। এটি একটি নিষ্ক্রিয় ফ্লু ভ্যাকসিন এবং এতে জেলাটিন থাকে না।

ইনজেকশন কি নাসার স্প্রের মতো কার্যকরী?

উভয়টি ভ্যাকসিন ইন্ফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে ভালো সুরক্ষা প্রদান করে

আমার শিশুর ফ্লু ভ্যাকসিন যাতে শূকরীর কোনো

উপাদান না থাকে তা নিশ্চিত করতে আমাকে কী করতে হবে?

আপনি একটি সম্মতি ফর্ম পাবেন যা আপনাকে জানাবে যে শিশু টীকাদান সেবা তাদের স্কুলে আসছে।

এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি সম্মতি ফর্ম পূরণ করেন এবং সম্মতি ফর্মে 'পোরসিন জেলাটিনের কারণে ইনজেক্টেবল অপশন' নির্বাচন করুন।

ফ্লু ভ্যাকসিন কি আমার শিশুকে ফ্লু দেবে?

এনএইচএস ফ্লু ভ্যাকসিনে নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল করা ভাইরাসের টুকরো থাকে যা আপনার শিশুকে ফ্লু দিতে পারে না। ফ্লু ভ্যাকসিনগুলি আপনার ইমিউন সিস্টেমকে ভবিষ্যতে ফ্লু ভাইরাস চেনতে এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে শেখায়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যান

www.nhs.uk/vaccinations/child-flu-vaccine/

শ্রেণ্ডার দুই সেনা কর্মকর্তা সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য

যোগাযোগ ছিল সাবেক সেনাপ্রধান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

ঢাকা, ১৩ অক্টোবর : সরকারবিরোধী কার্যক্রমে যুক্ত থাকার অভিযোগে শ্রেণ্ডার করা হয়েছে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) বিজয় দেবশীষ নারায়ণ পাল ও লেফটেন্যান্ট (অব.) কাজী গুলশান আরাকে। রোববার দিবাগত রাতে রাজধানীর পল্লবী ও বনানী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে শ্রেণ্ডার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি)



গোয়েন্দা বিভাগ। শ্রেণ্ডারের পর তাদের সন্ত্রাসবিরোধী আইন ও সাইবার নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে রিমান্ডের আবেদন করা হয়। আদালত ৪ দিনের রিমান্ড ও মঞ্জুর করেন। তবে শ্রেণ্ডারের পর সাবেক এই দুই সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।

অভিযোগ উঠেছে- শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাকে নিয়ে গঠিত বঙ্গবন্ধু সেনা পরিষদের সক্রিয় সদস্য তারা। নিজেদের নামসহ বিভিন্ন নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘৃণা ছড়িয়ে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তারা। একইসঙ্গে সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল আজিজ, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বিভিন্ন দেশের গুপ্তচরের সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিরপুর গোয়েন্দা বিভাগের পল্লবী জোনাল টিমের পুলিশ পরিদর্শক (নি:) মো. আলী আকবর বাদী হয়ে পল্লবী থানায় দায়ের করেন। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রেণ্ডার সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তা ও তাদের সহযোগীরা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারবিরোধী প্রচার, তহবিল সংগ্রহ এবং সহিংসতায় উসকানিমূলক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও প্রচারের সঙ্গে জড়িত। 'ইউনিটি কেয়ার পাবলিক পার্লামেন্ট'- নামের একটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদ, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পলাতক শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন এবং রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র করছিলেন তারা। এছাড়া 'কালআজকাল ডটকম' নামের একটি পেজের মাধ্যমে সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কনটেন্ট তৈরির চেষ্টা করছিলেন তারা। তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেও রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রচারের অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে অবৈধ অর্থায়ন এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন ও সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর বিভিন্ন ধারায় অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ই আগস্টের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে দেশের নানা শ্রেণির মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন টকশোতে অংশগ্রহণ করে সরকারের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে। তারা মূলত রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কাজে নিয়োজিত। তাদের সঙ্গে দেশি-বিদেশি গুপ্তচরের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। ২০১৮ সালের ২৭শে নভেম্বর নির্বাচনের প্রাক্কালে দেড় শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে গণভবনে গিয়ে তারা শেখ হাসিনার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে ১০১ জন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত বঙ্গবন্ধু সেনা পরিষদের সক্রিয় সদস্য তারা।

পাঁচ ধাপে ইউপি নির্বাচন

প্রথম ধাপের ভোট ২১ জানুয়ারি

ঢাকা, ১৩ অক্টোবর : ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী বছরের ২১শে জানুয়ারি শুরু হয়ে ২৭শে মে'র মধ্যে দেশের প্রায় ৪ হাজার ৩০০ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পাঁচ ধাপে এসব নির্বাচন আয়োজন করা হবে। গতকাল নির্বাচন কমিশনের ১৩তম সভা শেষে এ কথা জানান নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। এর আগে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইসি সানাউল্লাহ জানান, 'নির্বাচনের ধাপ আমরা সাতটার জায়গায় পাঁচটাতে নিয়ে এসেছি। যেহেতু সময় স্বল্পতা আছে, এই পাঁচটি ধাপের প্রথম ধাপ হবে ২১শে জানুয়ারি। দ্বিতীয় ধাপ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় ধাপ ২৯শে এপ্রিল, চতুর্থ ধাপ ১৩ই মে ও পঞ্চম ধাপ ২৭শে মে।'

কমিশনার সানাউল্লাহ বলেন, 'পাঁচটা ধাপে পাঁচটা তারিখে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হবে এবং সবগুলো দিনই হচ্ছে বৃহস্পতিবার। আমরা চেষ্টা করেছি বৃহস্পতিবার ও রোববারের মধ্যে সীমিত থাকতে। যেটা দেখা গেছে সবগুলোই বৃহস্পতিবার হয়েছে।' নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'ইউপি ভোট আমরা সব জেলাতেই একসঙ্গে শুরু করবো আশা করছি। সেই ক্ষেত্রে আমরা অগ্রাধিকার দেবো, সদর উপজেলাগুলো এবং অন টপ অব দ্যাট যে ইউনিয়ন পরিষদগুলো

ম্যাচিউর হয়ে গেছে বা ওভারডিউ হয়ে গেছে, বেশিদিন হয়ে যাচ্ছে সেগুলো অগ্রাধিকার পাবে। আমরা চেষ্টা করবো অ্যালফাবেটিক্যালি বাকি উপজেলাগুলোকে সমন্বয় করতে।' জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন বলে জানান সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, 'তফসিল ঘোষণা করবেন আমাদের জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা। সাধারণত আপনারা ধরে নেন ছয় সপ্তাহ আগে। যখন যে নির্বাচনটা হবে

ইউপি নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আলাদা বৈঠক করার কথা জানান সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, 'আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আলাদাভাবে মিটিং করবো। আমরা এর আগে যে মিটিংটা করেছিলাম সেখানে তারা সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের বলা হয়েছিল নভেম্বরের মধ্যে তারা তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।' নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সেনা



এর প্রাস মাইনাস ৪২ দিন হতে পারে ৩৮ দিন হতে পারে বা ৪৫ দিন।'

নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণে বিভিন্ন আয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, '২১শে জানুয়ারির আগে আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিশ্ব ইজতেমা আছে। তারা আমাদের কাছে এসেছিলেন, অনুরোধ করেছেন, ১৭ তারিখে হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমার আখেরি মোনাজাত। আমরা তাদের অনুরোধটা রক্ষা করেছি। যে কারণে হয়তো বা আমাদের একটু টাইট শিডিউলের মধ্যে পড়ে গেছে। এই ছয়-সাত মাসের মধ্যে দুটো ঈদ এবং দুটো পরীক্ষা তারপরে বিশ্ব ইজতেমা।

মোতায়েনের পরিকল্পনা নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'জাতীয় নির্বাচনের আগে এই কথাগুলো আমাদের এর চেয়ে বেশি শুনতে হয়েছে। তারপরও জাতীয় নির্বাচন স্বরণকালের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। আমরা মনে করি না, বাংলাদেশ আর কোনো সংঘাতময় নির্বাচনের পথে হাঁটার জন্য প্রস্তুত আছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা আশা করবো যে, আমরা যে ভালো নির্বাচনের সংস্কৃতি শুরু করেছি সেই সংস্কৃতি আমরা বলবৎ রাখবো। এইজন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার আমাদের সহায়তা করবেন।'

KUSHIARA

• Travel Agent • Money Transfer • Bureau De Change

OUR SERVICES

- ✈ Travels
- 📦 Cargo
- 💰 Money Transfer
- 🚚 Courier Service
- 🛫 International & Domestic Airline Tickets
- 🏨 Hotel Booking
- 🧳 Tour Packages
- 🚗 Airport Pickup & Drop
- 🛂 Passport Service

BANGLADESH OFFICE

📍 43/A, Block-2, Kumarpara, Sylhet

☎ Tel: 88 029 9770 0392

📞 M: 8801313-088874

WE ARE OPEN

7 DAYS A WEEK

10 am to 8 pm

AIRLINES:

Harun Miah
Managing Director

📍 319 Commercial Road
London E1 2PS

☎ **020 7790 1234**

আপনি কি

IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION

সংক্রান্ত সমস্যায আছেন ?

দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

- Immigration and Nationality
- Family and Children
- Personal Injury
- Litigation
- Property, Commercial & Employment
- Housing and Homelessness
- Landlord and Tenant
- Welfare Benefits
- Money Claim & Debt Recovery
- Wills and Probate
- Mediation
- Road Traffic Offence
- Flight Delay Compensation
- Crime
- Conveyancing

ইমিগ্রেশন ও ন্যাপনালিটি
ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
পার্সোনাল ইনজুরি
লিটিগেশন
প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
হাউজিং ও হোমলেসনেস
ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
উইলস ও প্রবেট
মিডিয়েশন
রোড ট্রাফিক অফেন্স
ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
ক্রাইম
কনভেন্সিং

18 Tapestry Way
London E1 2FJ

T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016

www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

ভ্যালেন্স রোডে 'মিটআপ' রেস্টুরেন্টের আনুষ্ঠানিক যাত্রা

দেশ ডেস্ক, লন্ডন, ১৬ অক্টোবর ২০২৬: মানসম্মত খাবার পরিবেশন, উন্নত গ্রাহকসেবা এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে সময় কাটানোর সুযোগ সৃষ্টির অঙ্গীকার নিয়ে পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলের ভ্যালেন্স রোডে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে 'মিটআপ' রেস্টুরেন্ট। ১০ অক্টোবর সন্ধ্যায়



২৮ ভ্যালেন্স রোডে অবস্থিত রেস্টুরেন্টটির উদ্বোধন উপলক্ষে এক ভোজসভা ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল এস-এর প্রতিষ্ঠাতা মাহি ফেরদৌস জলিল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিবিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহিব চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, বিবিসিসিআইর সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বাংলাটাউন গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিক হায়দার এবং বাংলাদেশ সেন্টারের

জেনারেল সেক্রেটারি তোফাজ্জল মিয়া। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মিটআপ রেস্টুরেন্টের পরিচালক মিজানুর রহমান। এরপর আগত অতিথিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান রেস্টুরেন্টের পরিচালক আব্দুল ওয়াহিদ, খলিলুর রহমান, জিয়াউল ইসলাম শানুর, জাহেদ হোসেন ও

এস-এর রিপোর্টার কামরুল আই রাসেল এবং বাংলাদেশ সেন্টারের লাইফ মেম্বর কবি হাফসা নূর। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সানরাইজ স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও টিভি ও পিস হোমের প্রতিষ্ঠাতা এবং এলবি২৪ টিভির হেড অব নিউজ মিছবাহ জামাল। প্রধান অতিথির বক্তব্যে চ্যানেল এস-এর প্রতিষ্ঠাতা মাহি ফেরদৌস জলিল বলেন, একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সফলতা কেবল প্রচার-প্রচারগণের ওপর নির্ভর করে না। এর মূল ভিত্তি হচ্ছে পণ্য বা সেবার মান, গ্রাহকের সন্তুষ্টি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা বলেন, ব্রিটেনে জন্ম ও বেড়ে ওঠা ব্রিটিশ বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মই কমিউনিটির ভবিষ্যৎ। এই প্রজন্মের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখা এবং তাদের দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত করার জন্য পরিবারবান্ধব পরিবেশ ও মিলনস্থল গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আশরা আশা করি 'মিটআপ' রেস্টুরেন্ট কেবল খাবার পরিবেশনের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং এটি পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির একটি আকর্ষণীয় মিলনস্থল হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মিটআপ রেস্টুরেন্টের উত্তরোত্তর উন্নতি, ব্যবসায় সাফল্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন পরিচালক জাহেদ হোসেন। পরে অতিথিদের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র জাতীয় সম্মেলনে প্রথম কমিটি ঘোষণা

মকিস মনসুর প্রেসিডেন্ট, আশরাফ মিয়া সেক্রেটারী, হেলেন ইসলাম ট্রেজারার

দেশ ডেস্ক, লন্ডন ১৬ অক্টোবর ২০২৬: ব্যাপক উৎসাহ উদ্বীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে ৪ শতাধিক প্রতিনিধি ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনের স্বতস্কৃত অংশগ্রহণে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র জাতীয় সম্মেলন ১১ অক্টোবর পূর্ব লন্ডনের অট্রিয়ায় হলে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র ফাউন্ডার্স কনভেনের মোহাম্মদ মকিস মনসুরের



সভাপতিত্বে এবং নারী নেত্রী হেলেন ইসলাম ও কমিউনিটি সংগঠক মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই মহা সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ক্রয়ডন কাউন্সিলের সিভিক মেয়র কাউন্সিলার মোহাম্মদ ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দুই পৃষ্ঠপোষক সর্বজনাব ডঃ হাসনাত এম হোসেন এমবিই ও কে এম আবু তাহের চৌধুরী। চ্যানেল এস এর ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল, গ্রেটার

সিলেট কমিউনিটি সাউথ ইস্ট এর চেয়ার হারুনুর রশিদ, কমিউনিটি নেতা নুরুল ইসলাম মাহবুব, মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়সর, মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, মসুদ আহমদ, জামাল হোসেন, শাহ শাফি ও সৈয়দ সায়েম করিমসহ ১০টি রিজিওনাল ও ৮ টি শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ আমন্ত্রিত বিশিষ্টজন বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের ২০২৬-২৮ সালের জনগণ নতুন কমিটি গঠন

সুস্বাদু খাবারের আয়োজন। সব মিলিয়ে সম্মেলনটি যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেটবাসীর এক বিশাল মিলনমেলায় পরিণত হয়। প্রবাসের মাটিতে একখণ্ড সিলেটের আবহ, পারস্পরিক আন্তরিকতা, ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির অনন্য সম্মিলনে দিনটি অংশগ্রহণকারীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে ওঠে। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা মোখলেছুর রহমান চৌধুরী, সাবেক স্পীকার আহাবাব হোসেন, সাবেক মেয়র জোৎস্না ইসলাম, কমিউনিটি নেতা সিরাজ হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহনুর আহমদ খান, ব্রিটিশ বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব, কাউন্সিলার এ কে এম হেলাল, কাউন্সিলার গুলজার আহমদ, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক গুলজার আহমদ খান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাংবাদিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সাংবাদিক সাহেদ রহমান, সাংবাদিক সাজিদুর রহমান ও আজিজুল আখিয়াসহ সংগঠনের উপদেষ্টাবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

আগামী দু'বছরের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করায় সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মকিস মনসুর। তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, সিলেটের উন্নয়ন এবং কমিউনিটির একা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে এই সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিৎগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মূল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আকৃিকার অর্ডার নেয়া হয়



WE ACCEPT
ALL MAJOR
CREDIT
CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane

London E1 6PU

T: 020 7247 1009

M: 07983 760 908

PICK UP YOUR COPY
FREE

দেশ

দেশ

দেশ

দেশ

দেশ

দেশ

দেশ

দেশ

দেশ



(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349

Taysir Mahmud
Editor

Mohammad Reazul Islam
Head of Production

Foysol Mahmud
News Editor

Mohammed Rahim
Managing Editor

Md Abadur Rahman
Graphic Designer

Akhtar Mahmmd Tazul Islam
Sub Editor

Md. Rafiqul Islam
Contributor

Salman Farsi
Sub Editor
(English Section)

Abu Rahman
Special Correspondent

J. Mahmud
IT Support

Abul Kalam
Dhaka Correspondent

A.J Lablu
Staff Correspondent, Sylhet

Delwar Husain
Special Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

লন্ডনে এসাইলাম আবেদন নিয়ে প্রতারণা : কঠোর তদন্ত ও জবাবদিহি জরুরি

যুক্তরাজ্য মানবাধিকার, আইনের শাসন ও মানবিক আশ্রয় প্রদানের জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক নিপীড়ন, ধর্মীয় বৈষম্য, যৌন পরিচয়ের কারণে নির্যাতন কিংবা জীবনের নিরাপত্তাহীনতার শিকার মানুষ যুক্তরাজ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু এই মানবিক ব্যবস্থাকে যদি কেউ অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন, তাহলে তা শুধু আইনের লঙ্ঘন নয়, প্রকৃত এসাইলাম সীকারদের অধিকার ও নিরাপত্তার জন্যও মারাত্মক হুমকি।

সম্প্রতি পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলভিত্তিক ‘আপনজন’ নামের একটি সমকামী ও এলজিবিটি অধিকারবিষয়ক সংগঠনকে ঘিরে এসাইলাম আবেদনে জালিয়াতির যে অভিযোগ উঠেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সমকামী নন এমন ব্যক্তিদের সমকামী হিসেবে উপস্থাপন করে এসাইলাম আবেদন তৈরিতে সহায়তার সম্মেহে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সাজ্জাদ মিয়াসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, আবেদনকারীদের পক্ষে সাজানো ছবি, ভুয়া নথি এবং সংগঠনের সমর্থনসূচক চিঠি সরবরাহ করা হতো। বিনিময়ে এক হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার পাউন্ড পর্যন্ত অর্থ নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। হোম অফিস সংশ্লিষ্ট শতাধিক আশ্রয় আবেদন পর্যালোচনা করছে। তবে এসব অভিযোগ এখনো আদালতে প্রমাণিত হয়নি।

এ ঘটনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, একটি মানবাধিকার সংগঠনের প্রত্যয়নপত্র কতটা নির্ভরযোগ্য এবং সেই প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে এসাইলাম আবেদনের সত্যতা কীভাবে যাচাই করা হচ্ছে? কোনো সংগঠনের সদস্যপদ কিংবা সমর্থনসূচক চিঠি এসাইলাম আবেদনে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু যথাযথ যাচাই ছাড়া শুধু এমন চিঠির ওপর নির্ভর করা হলে অসাধু ব্যক্তিদের সুযোগ নেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

আমরা মনে করি, অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ, পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তদন্তে প্রতারণার প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে যেসব ব্যক্তি জেনেগুনে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন, ভুয়া নথি তৈরি করেছেন কিংবা অর্থের বিনিময়ে প্রতারণায় সহায়তা করেছেন, তাদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা জরুরি।

তবে এখানে একটি মৌলিক বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। যৌন পরিচয়ের কারণে নির্যাতনের শিকার কোনো মানুষের এসাইলাম চাওয়ার অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না। কারও প্রকৃত পরিচয়, নির্যাতনের অভিজ্ঞতা কিংবা নিরাপত্তার ঝুঁকি সব সময় বাহ্যিক আচরণ দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। একইভাবে কোনো আবেদনকারী দেরিতে তাঁর যৌন পরিচয়ের কথা প্রকাশ করলেই তাঁর দাবি মিথ্যা হয়ে যায় না। প্রতিটি আবেদনকে স্বতন্ত্রভাবে এবং যথাযথ প্রমাণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে।

ক্ষমতা বদলায়, ক্ষমতার সংস্কৃতি কি বদলায়

একেএম শামসুদ্দিন

বাংলাদেশের রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাসে একটি অস্বস্তিকর প্রবণতা বারবার দেখা গেছে, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, বাজার, ভূমি এবং স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোয় নতুন রাজনৈতিক বলয়ের প্রভাব বাড়ে। আগের পক্ষের কিছু মানুষ বাদ পড়ে, নতুন পক্ষের কিছু মানুষ জায়গা করে নেয়; কিন্তু কাঠামোটি প্রায় একই থাকে। যদি এ অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে-আমরা কি কেবল ক্ষমতার মালিক পরিবর্তন করছি, নাকি ক্ষমতার ব্যবহার পদ্ধতিও পরিবর্তন করছি?

রাজনৈতিক পরিচয় যদি থানায় কল করার ক্ষমতা দেয়, ভূমি দখলের নিরাপত্তা দেয়, টেন্ডার পাওয়ার সুবিধা দেয়, বাজার নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেয় কিংবা অপরাধের পর আইনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়, তাহলে সেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণেই আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হওয়া উচিত, রাষ্ট্রযন্ত্রে কারা এখনো সক্রিয়?

একটি সরকার পরিবর্তিত হয়েছে। রাজনৈতিক বাস্তবতারও বড় পরিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু রাষ্ট্রের ভেতরের সবকিছু কি সত্যিই বদলেছে? নাকি পুরোনো ক্ষমতার কাঠামোর কিছু অংশ নতুন পরিচয়, নতুন রাজনৈতিক আশ্রয় এবং নতুন সুবিধাভোগীর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে এখনো সক্রিয়? এ প্রশ্নটি এখন আর নিছক রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় নয়। কারণ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে চাঁদাবাজি, ভূমিদখল, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, ছিনতাই, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এমন ঘটনায়ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতার কথা উঠে এসেছে। অর্থাৎ সমস্যা শুধু একটি দলের নয়; বরং আরও গভীর প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশে কি রাজনৈতিক পরিচয় পরিবর্তন করে ক্ষমতার সুবিধাভোগ করার একটি সংস্কৃতি চলতে থাকবে?

একটি কথা মনে রাখতে হবে, অপরাধ বাড়লে প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। সাম্প্রতিক সময়ে সহিংসতা যে হারে বেড়েছে, তা দেশের নাগরিকের জন্য খুবই উদ্বেগজনক। ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে হত্যা, নারী ও শিশু নির্যাতন, পুলিশের ওপর হামলা, প্রকাশ্যে গুলি, চাঁদাবাজি ও ছিনতাই নিয়ে উদ্বেগের কথা বলা হয়েছে।

এখানে সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় অপরাধের সংখ্যা যতটা নয়, তার চেয়েও বেশি হলো অপরাধের প্রতি সামাজিক সহনশীলতা তৈরি হওয়া। মানুষ যখন ভাবতে শুরু করে, ‘অভিযোগ করে লাভ নেই’, ‘ওর রাজনৈতিক লোক আছে’, ‘পুলিশ কিছু করবে না’, ‘মামলা হলেও শেষ পর্যন্ত কিছু

হবে না’; তখন আইনের প্রতি নাগরিকের আস্থার ঘাটতি বেড়ে যায়। আর আইনকে পাশ কাটিয়ে যখন কিছু মানুষ নিজেরাই বিচার করতে শুরু করে, তখন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক মূল্যায়নেও আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া নিয়ে উদ্বেগের কথা বলা হয়েছে।

সম্প্রতি হত্যা ও ধর্ষণের পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের প্রথম আট মাসে ২,৩৩২টি হত্যা এবং ৪,৪০২টি ধর্ষণের ঘটনা ‘নথিভুক্ত’ হয়েছে। একই সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা হয়েছে ৯,৩৪৭টি। বেসরকারি সংস্থার পরিসংখানে জানা গেছে, এ বছরের প্রথম ছয় মাসেই ৩৪১ জন নারী ও কিশোরীকে হত্যা হয়েছে। রাজনৈতিক সহিংসতায় ৪১ জন নিহত এবং ৯৭০ জন আহত হয়েছে।’ মব সহিংসতা’য় মৃত্যু হয়েছে ৩৩ জনের।

এসব ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে সাধারণ অপরাধ বলেই মনে হতে পারে; কিন্তু যখন একই সময়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আইন অমান্য করার প্রবণতা, রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে সুবিধা নেওয়া এবং অপরাধের সঙ্গে ক্ষমতার যোগাযোগের অভিযোগ দেখা যায়, তখন বিষয়টি কেবল আইনশৃঙ্খলার সমস্যা থাকে না; এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক অবক্ষয়ের লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এ পরিস্থিতি কি একদিনেই তৈরি হয়েছে এবং এর দায়ভারই বা কার?

প্রথম দায় অবশ্যই রাষ্ট্রের। নাগরিকের জানমাল ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। কোনো এলাকায় নিয়মিত চাঁদাবাজি, দখলদারত্ব বা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরও যদি অপরাধীরা দীর্ঘদিন আইনের আওতার বাইরে থাকে, তাহলে প্রশ্ন উঠবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা ও জবাবদিহি নিয়ে। আইন থাকলেই যথেষ্ট নয়; আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের আসল পরীক্ষা।

দায় রয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও। বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে দলীয় পরিচয়কে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। কোনো দলের নেতাকর্মী যদি রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি, ভূমি দখল কিংবা প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন, তাহলে তার দায় শুধু ব্যক্তির নয়; সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনেরও। রাজনৈতিক দলগুলোকে স্পষ্ট করতে হবে, দলের পরিচয় অপরাধের ঢাল হতে পারে না।

এর দায় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপরও পড়ে। পুলিশ বা প্রশাসনের কোনো কর্মকর্তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে অপরাধী উৎসাহিত হয়। একইভাবে নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি এবং প্রভাবশালী অপরাধীর প্রতি নমনীয়তা, দুটিই রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করে। ফলে বদলি-পদোন্নতির পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্যও কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা প্রয়োজন। দায় রয়েছে অপরাধীচক্র ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের।

এই ঘটনা ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্যও একটি সতর্কবার্তা। দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের বাংলাদেশিরা কঠোর পরিশ্রম, সততা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও সমাজসেবার মাধ্যমে নিজেদের সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করেছেন। কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কারণে পুরো কমিউনিটির সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়া যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত, তেমনি কমিউনিটির পরিচয়ের আড়ালে কোনো অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়াও গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশেষ করে ইমিগ্রেশন-সংক্রান্ত অসহায়ত্বকে পুঁজি করে কেউ যেন প্রতারণামূলক ব্যবসা গড়ে তুলতে না পারে, সে বিষয়ে সামাজিক সংগঠন, কমিউনিটি নেতৃত্ব এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। অভিবাসন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ও যোগ্য পেশাজীবীদের শরণাপন্ন হওয়ার ব্যাপারেও সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

আমাদের প্রত্যাশা, তদন্তে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। নির্দোষ কেউ যেন হয়রানির শিকার না হন এবং দোষী প্রমাণিত কেউ যেন আইনের ফাঁক গলে পার পেয়ে না যান।

মনে রাখতে হবে, এসাইলাম কোনো বাণিজ্যিক পণ্য নয়; এটি বিপন্ন মানুষের মানবিক অধিকার। এই অধিকারকে প্রতারণার মাধ্যমে কলুষিত করা মানে প্রকৃত এসাইলাম-সীকারদের জীবন ও ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া।

চাঁদাবাজি বা দখলদারি কখনো একক ব্যক্তির কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থ, স্থানীয় ক্ষমতার কাঠামো এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যোগাযোগ থাকার অভিযোগ ওঠে। তাই শুধু দৃশ্যমান অপরাধীকে গ্রেফতার না করে তার পেছনের অর্থ ও যোগাযোগের নেটওয়ার্কও অনুসন্ধান করা জরুরি। তবে সমাজের সচেতন নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল ব্যক্তিরাও সম্পূর্ণ দায়মুক্ত নয়। নাগরিক সমাজের নীরবতা, রাজনৈতিক অন্ধ আনুগত্য, অপরাধকে দলীয় পরিচয়ে বিচার করা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাইহীন গুজব ছড়ানো এ পরিস্থিতিকে আরও গভীর করে তোলে। একজন অপরাধী নিজের পরিচয়কে রাজনৈতিক ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে তখনই, যখন সমাজের একটি অংশ তাকে সেই সুযোগ করে দেয়। সবশেষে রয়েছে পরিবার, শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়। মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান; এসব কেবল আইন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই এর ভিত্তি তৈরি হয়। অতএব, বাংলাদেশের বর্তমান অস্বস্তিকর পরিস্থিতির জন্য একক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করলে সমস্যার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে না। দায় বহুস্তরীয়।

রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি প্রশাসন; কিন্তু প্রশাসন যদি রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহলে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক সংস্কৃতিও বদলায় না; শুধু আনুগত্যের কেন্দ্র বদলায়। সাম্প্রতিক সময়ে টিআইবির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ও স্বাধীন করার পরিবর্তে রাজনৈতিকীকরণের অভিযোগ তোলা হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ এবং অভিযোগটি সত্য কিনা, তার নিরপেক্ষ তদন্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক যাচাই প্রয়োজন। কারণ প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা যদি মনে করেন তার পদোন্নতি, বদলি কিংবা চাকরির নিরাপত্তা পেশাগত দক্ষতার চেয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যের ওপর বেশি নির্ভরশীল, তাহলে তিনি জনগণের কাছে নয়, ক্ষমতাবানদের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়বেন। এমন প্রবণতা আমরা শেখ হাসিনার শাসনামলেও দেখেছি। এটি রাষ্ট্রের জন্য ভয়ংকর।

এখন প্রয়োজন দোষারোপের রাজনীতি নয়, জবাবদিহির সংস্কৃতি। অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় নয়, অপরাধের প্রমাণ হবে বিচারের ভিত্তি; প্রশাসনের আনুগত্য নয়, পেশাগত দক্ষতা হবে মূল্যায়নের মানদণ্ড; আর নাগরিকের নীরবতা নয়, আইনসম্মত প্রতিবাদ হবে সামাজিক দায়িত্বের প্রকাশ।

এ পরিস্থিতি একদিনে তৈরি হয়নি। তাই এটি থেকে বের হতেও সময় লাগবে। কিন্তু রাষ্ট্র যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে, রাজনৈতিক দলগুলোও যদি নিজেদের অপরাধী সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় এবং নাগরিক সমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকা থেকে যদি বেরিয়ে আসে, তাহলে এমন পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল,

সাঁউন্ডটেক ক্যারাম ক্লাবের গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ



দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬: পূর্ব লন্ডনের হ্যাসেল স্ট্রিটে অবস্থিত সাউন্ডটেক ক্যারাম ক্লাব ইউকের উদ্যোগে নবম গোল্ড কাপ ক্যারাম টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

সোমবার (৫ অক্টোবর) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সাধারণ সম্পাদক ও ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসির।

নবম গোল্ড কাপ ক্যারাম টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বে বাছাই করা ১৬টি দল অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার ফাইনালে আব্দুর রহমান খান সুজা ও বারেক জুটি



তালুকদার। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্লাবের সদস্য নাজমুল ইসলাম। পরে প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান আব্দুল বায়েছ শিপু ও ইফতেখার আহমদ। সাউন্ডটেক ক্যারাম ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সভাপতি আব্দুর রহমান খান সুজার সভাপতিত্বে

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। মিলাদ ও আনোয়ার জুটি রানার্সআপ এবং পারভেজ ও কলম জুটি দ্বিতীয় রানার্সআপ হন। বিজয়ীদের হাতে গোল্ড কাপের ট্রফি ও নগদ অর্থসহ বিভিন্ন পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর

মাইয়ুম তালুকদার বলেন, খেলাধুলা মানুষের জীবনে মানসিক শান্তি ও আনন্দের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি সাউন্ডটেক ক্যারাম ক্লাবের কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, ক্লাবের পক্ষ থেকে সহযোগিতার জন্য আবেদন করা হলে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করা হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তাইসির মাহমুদ, এলবি২৪ টিভির ম্যানেজিং এডিটর ও ইউরো বাংলা'র সম্পাদক এবং তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী



ক্যারল, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি, আইওন টিভির চীফ রিপোর্টার আব্দুল কাদির মুরাদ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের হোয়াইটচ্যাপেল ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও সাবেক কেবিনেট মেম্বর কামরুল হোসাইন মুন্না, মেয়রাল অ্যাথলিটিক্স কাউন্সিলর সাদিকুর রহমান ও কাউন্সিলর শফিক ইসলাম, গোলাপগঞ্জ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাসুক আহমেদ এবং সাউন্ডটেক ক্যারাম ক্লাব ইউকের সাধারণ সম্পাদক শহীদ মানাফসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

অতিথিরা বলেন, প্রবাসে খেলাধুলার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করা, সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং কমিউনিটির মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা সম্ভব। দীর্ঘদিন ধরে সাউন্ডটেক ক্যারাম ক্লাব খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি ও ক্যারাম খেলাকে জনপ্রিয় করতে যে ভূমিকা পালন করে আসছে, তারা তার প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে নবম গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন বারেক, মিলাদ, আনোয়ার, পারভেজ ও মোহাম্মদ কলমসহ সংশ্লিষ্টরা।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপ ও দ্বিতীয় রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি ও নগদ অর্থসহ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পরে সাউন্ডটেক ক্যারাম ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান সুজার সমাপনী বক্তব্য ও নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

লন্ডনে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী : ইটস হিস্ট্রি অ্যান্ড পলিটিকস' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

বাংলাদেশের প্রখ্যাত আইনজীবী মরহুম ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকের লেখা 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-ইটস হিস্ট্রি অ্যান্ড পলিটিকস' বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে আইনজীবী, লেখক, সাংবাদিক,

আহমদ রেজা। লেখক মঈনউদ্দীন চৌধুরী ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকের জীবন ও অবদান নিয়ে বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে প্রয়াত লেখকের দুই ছেলে এহসান আবদুল্লাহ সিদ্দিক ও ইমরান সিদ্দিকও বক্তব্য রাখেন।

বইটিতে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিকাশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দলটির ভূমিকা ও বিবর্তন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও আলোচনায় আসে। আয়োজকদের বক্তব্য অনুযায়ী, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে একটি সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি মনে করতেন, ওই সময়ের ঘটনাবলি ও নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে জামায়াতেরও প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে বক্তব্য দেওয়া উচিত।

অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন নিয়েও স্মৃতিচারণ করা হয়। বক্তারা তাকে ব্যারিস্টার, লেখক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবে স্মরণ করেন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিতর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরেন।

বক্তারা বলেন 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-ইটস হিস্ট্রি অ্যান্ড পলিটিকস' বইটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, ইতিহাস, ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে চলমান আলোচনায় অবদান রাখার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



শিক্ষাবিদ এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা অংশ নেন।

লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকের পেশাগত ও রাজনৈতিক জীবন এবং বাংলাদেশের আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন লন্ডনের বিখ্যাত সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনমিকসের শিক্ষক অধ্যাপক মুশতাক খান। বইয়ের ওপর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সাপ্তাহিক সুরমার প্রধান সম্পাদক লেখক ও গবেষক ফরীদ

আলোচনায় ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথচলা এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক ইসলাম নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের আগ্রহ ও সম্পৃক্ততার বিষয়টি উঠে আসে।

বক্তারা ইসলাম, গণতন্ত্র ও রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলাদেশের জাতীয় রাজনৈতিক আলোচনায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন। একই সঙ্গে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান এবং এ নিয়ে দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিতর্ক নিয়েও আলোচনা হয়।

লন্ডনে গুলজার-কুদ্দুস-মনির প্যানেলের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত

প্রায় চার শতাধিক ট্রাস্টির অংশগ্রহণে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের নির্বাচনে গুলজার-কুদ্দুস-মনির প্যানেলের শেষ নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। লন্ডনে বিশাল সভায় বিশ্বনাথে শিক্ষাবৃত্তি সম্প্রসারণ, ট্রাস্টের কার্যক্রমে অনলাইনভিত্তিক ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করা এবং যুক্তরাজ্যে সাংগঠনিক কার্যক্রম বাড়াবার পরিকল্পনা তুলে ধরেন প্যানেলের প্রার্থীরা। গত ১২ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের মায়েদা গ্রীল হলে আয়োজিত এ সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুলসংখ্যক ট্রাস্টির উপস্থিতিতে মিলনমেলায় পরিণত হয়। ফাউন্ডার ট্রাস্টি হাজী আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুছ, সহ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ সরিফুল ইসলামের যৌথভাবে পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন হাফিজ জাকির হোসেন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডার ট্রাস্টি হাজী মোহাম্মদ রইছ আলী ও গুলজার-কুদ্দুস-মনির প্যানেলের ১৭ জন প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দেন ট্রাস্টের বর্তমান পার্সন ম্যাজিস্ট্রার খান। প্রেসিডেন্ট প্রার্থী গুলজার খান ইশতেহার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডার ট্রাস্টি আবুল কালাম আজাদ, ট্রাস্টের সাবেক চেয়ারপার্সন মিজা আসহাব বেগ, মনির উদ্দিন বশির, আব্দুল মনাফ,

ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ, আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, আফছর মিয়া ছোট মিয়া, আলা উদ্দিন বাবুল, ফয়জুল হক, ট্রাস্টের সাবেক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, আফাজ মিয়া, মনির উদ্দিন সুফি, আব্দুল ওয়াহিদ, মখদুস আলী, মোহাম্মাদ মাকরাম আলী ডি এল, আব্দুল খালিক, আফরোজ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ফারহান মাসুদ খান, ফয়জুল হক, আফজল হোসেন, আব্দুল

ও শামীম নূর। সভায় প্যানেলের প্রার্থীরা বলেন বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনাই তাঁদের অঙ্গীকার। বিশ্বনাথে শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো, অবহেলিত এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি সম্প্রসারণ এবং ট্রাস্টের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করাকে তাঁরা অগ্রাধিকার দিতে চান। প্যানেলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী গুলজার খান



বাসিত বাদশা, আব্দুল ওয়াদুদ সায়েল, ট্রাস্টের সাবেক কালচারাল সেক্রেটারি কদর উদ্দিন, আখলুছ মিয়া, নির্বাহী কমিটির সদস্য খালেদ খান, সেবুল মিয়া। প্যানেলের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ট্রেজারার প্রার্থী মনির আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী অধ্যাপক ফরিদ আহমেদ ও কবির মিয়া, সহকারী ট্রেজারার প্রার্থী তোফাজ্জল আলম, প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি প্রার্থী খালেদ মাসুদ রনি, কালচারাল সেক্রেটারি প্রার্থী মদরিস আলী মফজুল, নির্বাহী কমিটির প্রার্থী আজিজুর রহমান খান রাজু, মোহাম্মদ জি এ ফয়সাল, মোহি উদ্দিন পলাশ, শাহ তাজুল ইসলাম, আজিজুর রহমান রুমেল, রুহেল ইসলাম

বলেন, বিশ্বনাথে শিক্ষার প্রসারে কাজ করাই তাঁদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা ও অবহেলিত এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাবৃত্তির পরিধি সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, আমরা এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে চাই না, যা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। যে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নযোগ্য, সেগুলোই আমরা সামনে এনেছি। ট্রাস্টিদের সহযোগিতায় ধাপে ধাপে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাই। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

HAMLET ACCOUNTANTS
Chartered Certified Accountants & Tax Advisers

Our Services:

- Limited Company Accounts
- Self Assessment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax

266-268 Bethnal Green Road
London E2 OAG
info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk
Call us today:
020 3720 0406
Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal

*Special discount for Minicab and Small businesses
*FREE Tax and Business Consultancy Services

Islamic & English
Nikah Registered Kazi, London
ইসলামিক এন্ড ইংলিশ
নিকাহ রেজিস্টার্ড কাজী, লন্ডন

মদীনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারণের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজে সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

Madinatul Uloom Welfare Trust UK provides Muslim Nikah (Islamic marriage), Marriage Certificates, and Divorce Certificates for the benefit and convenience of the public in London, under the auspices of the UK Charity Commission.

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা
নয়া লম্বাহাটি, ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ

উক্ত মাদ্রাসার পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন রইলো। শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত। ৭৫০ জন গরিব এতিম ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছেন। উক্ত মাদ্রাসায় আপনাদের লিঙ্গাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন।

UK Bank Details: HSBC Bank
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33

লন্ডনে আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয়, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া

আল-কিবলা হজ্জ উমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুবিধা প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে।

কাজী মাওলানা শামসুল হক (ছাতকী)
খতিব, আল-আকসা মসজিদ, ডকল্যান্ড, লন্ডন
প্রিন্সিপাল, জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা, ছাতক
চেয়ারম্যান, মদীনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে
Mob: +44 7484 639461 | E-mail: shamsul1977@hotmail.co.uk

feast & Nishti
Restaurant & Sweetmeat

ফিফ্ট:
হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

বাংলাদেশ সফরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল

রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, বিরোধীদলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : যুক্তরাজ্যের অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ (এপিপিজি) অন বাংলাদেশ-এর চেয়ার আপসানা বেগম এমপির নেতৃত্বে একটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর



করছে। সফরকালে প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা, সরকারের মন্ত্রী, বিরোধী দলের প্রতিনিধি এবং নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছে।

গত ৬ অক্টোবর মঙ্গলবার বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা হুকের সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে

প্রতিনিধিদলের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল এমপির সঙ্গে বৈঠক করে। এ ছাড়া মন্ত্রী হুমায়ুন কবির, মন্ত্রী আরিফুল

নেওয়া ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবিক সংকট ও শরণার্থী পরিস্থিতি সম্পর্কে সরেজমিনে ধারণা লাভ করে। এ সময় প্রতিনিধিদলটি শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) কার্যালয়েও সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল।

বৈঠকে জাতীয় সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, জুলাই সনদ, সাংবিধানিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার, সংসদ সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং অতীতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সত্য উদ্ঘাটন ও পুনর্মিলন প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

একই দিনে প্রতিনিধিদলটি সংস্কারবিষয়ক মন্ত্রী নতিন রায় চৌধুরী এমপি এবং নিপুণ রায় চৌধুরী এমপির সঙ্গেও মন্ত্রীর কার্যালয়ে বৈঠক করে। সফরের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলের

নেতৃবৃন্দ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছে। প্রতিনিধিদলটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এবং ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) কার্যালয়ে পরিদর্শন করে। এ ছাড়া তারা দু'ক পিকচার লাইব্রেরিতে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভায় অংশ নেয়। ওই সভায় বিশেষভাবে নারী অধিকার, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং আদিবাসীদের অধিকারসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব পায়।

বাংলাদেশ সফরকালে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলটি দেশটির রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংস্কার প্রক্রিয়া, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং নাগরিক সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে সরাসরি মতামত ও অভিজ্ঞতা জানার সুযোগ পাবে।

সফরের পরবর্তী দিনগুলোতেও প্রতিনিধিদলটির বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক ও মতবিনিময় অব্যাহত থাকার কথা রয়েছে।

ব্রিটেনে ক্যান্সার গবেষণার নেতৃত্বে মুসলিম অধ্যাপক মারিয়াম জামাল



দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : ব্রিটেনের ক্যান্সার গবেষণাবিশয়ক দাতব্য সংস্থা ক্যানসার রিসার্চ ইউকের নতুন প্রধান ক্লিনিশিয়ান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন অধ্যাপক মারিয়াম জামাল-হাজ্জি। গত ৬ অক্টোবর তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০১৭ সাল থেকে পদটিতে থাকা অধ্যাপক চার্লস সোয়ানটনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি।

সংস্থাটির চিকিৎসাবিশয়ক গবেষণায় জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন অধ্যাপক মারিয়াম। রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং গবেষণার ফল চিকিৎসায় কাজে লাগানোর উদ্যোগে ভূমিকা থাকবে তাঁর। চিকিৎসা গবেষণায় নতুন কর্মী তৈরির পাশাপাশি ব্রিটেন ও আন্তর্জাতিক গবেষণা অঙ্গনেও সংস্থাটির প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি।

অধ্যাপক মারিয়াম ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ক্যানসার ইনস্টিটিউটে ক্যানসার জিনোমিকস ও মেটাস্টাসিসের অধ্যাপক। তিনি বক্ষসংক্রান্ত ক্যানসার বিশেষজ্ঞ।

ক্যানসার সময়ের সঙ্গে কীভাবে বদলায়, শরীরের অন্য অংশে ছড়ায় এবং চিকিৎসার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তা তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়।

ফুসফুসের ক্যানসারের পরিবর্তন নিয়ে বৃহৎ গবেষণা প্রকল্প ট্রেসারএক্সে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রকল্পটিতে টিউমারের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা এবং রোগ শনাক্তের পর থেকে রোগীদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ক্যানসারের বিকাশ বোঝার চেষ্টা চলছে। এর লক্ষ্য রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসার সুযোগ শনাক্ত করা এবং রোগীভেদে আরও উপযোগী চিকিৎসা নির্ধারণে সহায়তা করা।

ক্যানসার রিসার্চ ইউকের প্রধান নির্বাহী মিশেল মিচেল বলেছেন, রোগীর অসুস্থতার বিভিন্ন পর্যায়ে টিউমার পর্যবেক্ষণ করে অধ্যাপক মারিয়াম ও তাঁর সহকর্মীরা ক্যানসারের পরিবর্তনশীল আচরণ সম্পর্কে নতুন ধারণা দিয়েছেন। গবেষণায় অবদানের জন্য অধ্যাপক মারিয়াম একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। ক্যানসারের বিবর্তন নিয়ে গবেষণায় প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ ইউরোর ইউরোপীয় অনুদান পাওয়া একটি আন্তর্জাতিক দলেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক মারিয়াম বলেছেন, ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এনএইচএস গবেষণার ফল রোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বড় সুযোগ তৈরি করে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে উন্নত ক্যানসার চিকিৎসায় রূপ দেওয়ার কাজ আরও এগিয়ে নিতে চান তিনি।

পড়াইতে চাই

Want to teach

Year 1 to GCSE, Maths and English

Expert and more than 15 years experience in teaching.

Extra care will be taken for inattentive students.

Please contact: Sadath Al Mamun

GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons) LL.M (First Class First)

Contact: Phone: 07817 922 277

পাত্রী আবশ্যক

বয়স ৪২ | লম্বা, স্লিম | সুদর্শন | উচ্চশিক্ষিত

প্রফেশনাল ব্রিটিশ-বাংলাদেশী পাত্রের (ডিভোর্সড) জন্য
অবিবাহিত/শার্ট ডিভোর্সড/ব্রিটিশ/নন-ব্রিটিশ/
স্টুডেন্ট, ভিজিটর অথবা ওয়ার্ক পারমিটধারী বাংলাদেশী
পাত্রী আবশ্যক।

♥ নামাজী, পর্দানশীল, ভালো কনজাভেটিভ
পরিবারের পাত্রী হলে ভালো হয়।

♥ শুধুমাত্র আগ্রহীরা নিচের ইমেইলে পাত্রের
বড় ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন।

**সুন্দর
একটি জীবনের
সহযাত্রী চাই**

E: sayfuzzamandulal@gmail.com

07804 555235
WhatsApp message only

Kowaj Jewellers

020 7729 2277

22ct. Gold Specialist

Highly renowned and
well-established name
in the world of jewellery

গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত ও
সুপ্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান

বিয়ে, এনগেজমেন্ট, ঈদ, পারিবারিক অনুষ্ঠান
কিংবা প্রিয়জনের জন্য বিশেষ উপহার
খুঁজছেন?

চলে আসুন **খোঁয়াজ জুয়েলার্সে**—
গুণগত মান, বিশ্বস্ততা ও আস্থার সঙ্গে
আমরা আছি আপনার পাশে।

Founded by
Late Alhaj
Mohammed Kowaj Ali Khan

310 Bethnal Green Road
London E2 OAG

Tel: 020 7729 2277
Mob: 07885 546 711

ম্যানচেস্টারে শাহজালাল মসজিদে দারসে হাদীস মাহফিল অনুষ্ঠিত

ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে শাহজালাল মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে তা'লীম-তারবিয়াত ও দারসে হাদীস মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার (১১ অক্টোবর) আয়োজিত এ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তা'লীম-তারবিয়াত ও দারসে হাদীস প্রদান করেন উস্তাযুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসীন, মুরশিদে বরহক শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী।

মাহফিলে লন্ডন, মিডল্যান্ডস, নর্থসহ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুলসংখ্যক আলিম-উলামা ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে মাহফিলটি এক আধ্যাত্মিক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনজুমান আল ইসলাম ইউকের সেন্ট্রাল কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, লাতিফী হ্যাডস বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা গুফরান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী, দারুল হাদিস লতিফিয়া নর্থওয়েস্টের

বলে হাদিস শরিফে উল্লেখ রয়েছে।

মা-বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের বিষয়েও তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মা-বাবার খেদমতে সন্তানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশেষ করে যাঁরা মা-বাবাকে দেশে রেখে প্রবাসে অবস্থান করছেন, তাঁদের দেশে গেলে মা-বাবার কবর জিয়ারতের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান।

আউলিয়ায়ে কেরামের রেখে যাওয়া দ্বীনি খেদমতের ধারাবাহিকতায় শাহজালাল মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে পরিচালিত বিভিন্ন দ্বীনি কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার খেদমত আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হওয়ার জন্য তিনি দোয়া করেন। পাশাপাশি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া সব মুসলমানের মাগফিরাত কামনা করেন।

মাহফিলে আলোচনা করেন আনজুমান আল ইসলাম ইউকের গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট এবং শাহজালাল জামে মসজিদ, কিথলির ইমাম ও খতিব হযরত মাওলানা হাফিজ হেলাল উদ্দিন।



প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমান আহমদ চৌধুরী এবং লাতিফী হ্যাডস বাংলাদেশের সিনিয়র অপারেশন ম্যানেজার মাওলানা লুকমান আহমদ চৌধুরী সাদী। এ ছাড়া বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী সহিহ বুখারি শরিফ থেকে দারস প্রদান করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের হাদিসের আলোকে তিনি মানবসেবা, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, পরিবার-পরিজনের প্রতি দায়িত্ব পালন এবং আত্মগুজির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, বিধবা, মিসকিন, অসহায় ও অনাথ মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। এ ধরনের মানবসেবামূলক কাজের সওয়াব আল্লাহর পথে জিহাদ করা কিংবা রাতে ইবাদত ও দিনে রোজা রাখার সমতুল্য। ইসলামে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সওয়াবের কাজ। একইভাবে নিজের পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা করা এবং স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেওয়াও সদকা হিসেবে গণ্য হয়

মসজিদের ইমাম হাফিজ আবদুল হামিদ শাহানের পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন মসজিদের ভাইস চেয়ারম্যান গনি আহমদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ওয়ালসলের শামসুদ্দোহা শিল্পীগোষ্ঠী এবং ওলহ্যামের দারুল হাদিস লতিফিয়া নর্থওয়েস্টের শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর নাশিদ পরিবেশনা উপস্থিত মুসল্লিদের মুগ্ধ করে। ধর্মীয় আলোচনা, কোরআন তিলাওয়াত ও নাশিদ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে মাহফিলটি সুশৃঙ্খল ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পূর্ণ মাহফিল সঞ্চালনা করেন শাহজালাল মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতিব মাওলানা খায়রুল হুদা খান।

পরিশেষে মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ এবং মরহুম মুসলমানদের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মাহফিলের প্রধান অতিথি শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী। বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে মাহফিলের সমাপ্তি ঘটে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নিউ ভিশন হাউজিং লিমিটেডের নবম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনি : লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউ ভিশন হাউজিং লিমিটেডের ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অগ্রগতি, বিনিয়োগ, ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং ম্যাট্রিমিনি লিমিটেড ও প্রোভিশন ফোর পিস-এর কার্যক্রম, পরিসংখ্যান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সভায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন পরিচালনা পর্ষদ ও শেয়ারহোল্ডাররা। গত ৪ অক্টোবর রোববার, দুপুরে পশ্চিম লন্ডনের আল মানার মসজিদ হলরুমে অনুষ্ঠিত নবম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালক, অ্যাডভাইজার, শেয়ারহোল্ডার ও আমন্ত্রিত অতিথিরা

শেয়ারহোল্ডারদের স্বাগত জানান এবং প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় সংশ্লিষ্ট সবার অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর বক্তব্য দেন মাওলানা সাইদ আহমদ, আকবর হুসেন রাশেদ, সায়েল আহমদ, হাফিজ আদীল খান এবং আমিনুর চৌধুরী। সভায় গত অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও অর্জনের বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরেন পরিচালক আব্দুল কাদির। এ সময় প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি, কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি শেয়ারহোল্ডারদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়।

কার্যক্রম, ব্যবসায়িক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট উপস্থাপন করেন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আবদুল কাদির। তিনি কোম্পানির সামগ্রিক অগ্রগতি, বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কৌশলগত পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক শেয়ারহোল্ডারদের সামনে তুলে ধরেন। সভায় প্রোভিশন ৪ পিস-এর কার্যক্রম, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও বিশেষ উপস্থাপনা করা হয়। এ বিষয়ে কোম্পানির ডাইরেক্টর আমিনুর রহমান চৌধুরী বক্তব্য দেন। পাশাপাশি হাফিজ আদিল খান, প্রোভিশন ৪ পিস-এর কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন। এজিএম-এর বিভিন্ন পর্বে প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তি, সদস্য ও সহযোগীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সাবির আহমদ সমাপনী বক্তব্য দেন। তিনি এজিএম সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য অতিথি, শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক, অ্যাডভাইজার, স্বেচ্ছাসেবক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রায় সবার অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করেন। সবশেষে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে নিউ ভিশন হাউজিং লিমিটেডের নবম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



উপস্থিত ছিলেন।

ড. ইব্রাহিম খানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব স্বাগত বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানের ফাউন্ডার ডাইরেক্টর সৈয়দ জোসেফ আলী। তিনি উপস্থিত অতিথি, পরিচালক, অ্যাডভাইজার ও

ম্যাট্রিমিনি লিমিটেড ওয়েডিং হল এর পক্ষ থেকে অ্যাডভাইজার শোয়েব আহমদ প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। নিউ ভিশন হাউজিং লিমিটেডের বিগত অর্থবছরের আর্থিক

Fast Removal



■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.

For instant Online Quote visit www.fastremoval.com

Mob: 07957 191 134

Community Development Initiative

WOULD YOU LIKE TO REGISTER YOUR ORGANISATION AS A CHARITY

আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠানকে চ্যারিটি রেজিস্টার করতে চান?

আমাদের সাথে আজই যোগাযোগ করুন

07462069 736
87 Burdett Road
London E3 4JN

SWF SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS

"WE REPRESENT YOUR VOICE"

OUR SERVICES:

IMMIGRATION
FAMILY MATTERS
WILLS & PROBATE
LITIGATION
LEASE & TENANCY AGREEMENT



London Office: 19 Henrique Street
Commercial Road, London E1 1NB
Milton Keynes Office:
41A (First Floor), Queensway,
Bletchley, Milton Keynes MK2 2DR

www.swfsolicitors.co.uk
info@swfsolicitors.co.uk

Call US Today
020 80904780

লিভারপুলে লেবার ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশের বার্ষিক গেট-টুগেদার



আগামীতে মেইনস্ট্রিম রাজনীতিতে বাংলাদেশিদের আরও অংশগ্রহণে কমিউনিটির সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বানের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে লিভারপুলে লেবার ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশের বার্ষিক গেট টুগেদার সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি লেবার পার্টির নেতাকর্মীদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

লিভারপুলের আলবার্ট ডকের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত লেবার ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশের বার্ষিক গেট টুগেদার অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রতিমন্ত্রী, এমপি, বিভিন্ন কাউন্সিলের মেয়র, কাউন্সিলর ও ব্যবসায়ী নেতারা।

লন্ডনের ডেপুটি মেয়র ও লেবার ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশের চেয়ারপারসন এর হাওয়ার্ড ডোবারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সেক্রেটারি কাউন্সিলর সৈয়দ আবুল বাশার।

ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জন্য লেবার পার্টির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার

পাশাপাশি বর্তমান ক্ষমতাসীন দলকে আরও এগিয়ে নিতে বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরে সভায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী, রূপা হক এমপি, স্টিফেন টিমস এমপি, ড. রোজিনা অ্যালিন এমপি, উমা কামরান এমপি, ডন বাটলার এমপি, গুরিন্দর সিং এমপি, রুথ ক্যাডবেরি এমপি ও প্রভু ওয়াসিরসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউহামের প্রথম বাংলাদেশি লেবার দলীয় মেয়র এবং এলএফবির পৃষ্ঠপোষক ফরহাদ হোসেন। এ ছাড়া ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরের মেয়র ও কাউন্সিলরসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা ব্রিটিশ রাজনীতিতে বাংলাদেশিদের অবদানের প্রশংসা করেন। লেবার পার্টির নেতারা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে দলটিতে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে পাইলগাঁও বিএন হাইস্কুলের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার পাইলগাঁও বিএন হাইস্কুলকে কলেজে উন্নীত করা এবং শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় সহায়তার লক্ষ্যে একটি ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক পুনর্মিলনীতে তাঁরা বলেন, শত বছরের ঐতিহ্য ধারণ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে আরও আধুনিক ও উচ্চশিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তুলতে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

গত ১২ অক্টোবর সোমবার পূর্ব লন্ডনের পাম ট্রি হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীরা অংশ নেন। দীর্ঘদিন পর সহপাঠী ও পরিচিতজনদের কাছে পেয়ে অনেকে স্মৃতিচারণায় আবেগাপ্ত হয়ে পড়েন। আনন্দঘন এ পুনর্মিলনীতে বিদ্যালয়ের শত বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য স্মরণের পাশাপাশি এর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা হয়।

শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির চেয়ারম্যান মহিব চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান দারা ও উপস্থাপক মিহবাহ জামাল।

অনুষ্ঠানে মহিব চৌধুরী বলেন, এই মিলনমেলায় সবাইকে একসঙ্গে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। আমাদের বিদ্যালয়ের অনেক কৃতি শিক্ষার্থী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়

বিদ্যালয়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়তে একটি ট্রাস্ট গঠন করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলা সম্ভব। আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করলে অবশ্যই এগিয়ে যেতে পারব।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও তাঁদের বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানটিকে কলেজে উন্নীত করার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁরা বলেন, পাইলগাঁও বিএন হাইস্কুল

উদ্দিন মাস্টার, মুকুল চন্দ্র রায়, মুহিব চৌধুরী, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান দারা, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান ও শিল্পী আলাউর রহমান। এ ছাড়া প্রয়াত ফজলুল ইসলামের পরিবারের সদস্যদের হাতেও সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।

সম্মাননা পাওয়ার পর প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, প্রবাসে থেকেও বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সহপাঠী ও পরিচিতজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার

উপস্থিত ব্যক্তির। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান, অনুপ্রেরণা ও সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন তাঁরা।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নুরুল হক দুলু, শাহাব আলী, জুনু মিয়া, আকবর হুসাইন, আবদুল হান্নান, আমির হুসাইন কাথল, দিলওয়ার হুসাইন, ফারুক আহমেদ, মান্না রায় ও শিশু মিয়া। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সাবেক স্পিকার কাউন্সিলর রহিমা রহমান, বাংলাদেশ সেন্টারের



দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে এলাকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে আসছে। এই ঐতিহ্যকে ধরে রেখে শিক্ষার পরিধি আরও বিস্তৃত করা এবং নতুন প্রজন্মের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরিতে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছয়জন প্রাক্তন শিক্ষার্থীকে সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন মোহাম্মদ কুতুব

সুযোগ তাঁদের পুরোনো দিনের স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতি ও সম্পর্ক তাঁদের কাছে বিশেষ আবেগের বিষয়।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শত বছরের পথচালায় প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। বিশেষভাবে প্রবীণ শিক্ষক মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন মাস্টারের অবদান তুলে ধরেন

সেক্রেটারি তোফাজ্জল মিয়া, কাউন্সিলর শাহ সানাওয়ার হুসাইন ও সাবেক স্পিকার আহবাব হুসাইন।

শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির নেতারা বলেন, ভবিষ্যতেও এ ধরনের পুনর্মিলনীর আয়োজন করা হবে। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের বিদ্যমান সমস্যা সমাধান, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান

Why visit a branch to send money to Bangladesh?

Get registered & send money online from anywhere within the UK

SAVE

Time & Travel Cost
Enjoy better rate



www.baexchange.co.uk

Contact us : 0203 005 4845 - 6

B A Exchange (UK)

(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)

131 Whitechapel Road, London E1 1DT

অল সিজন ফুডস

(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)

حلال
HALAL

আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।

**WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER**



88 Mile End Road,
London E1 4UN

Phone : 020 7423 9366

www.allseasonfoods.com

ন্যাশনাল হেরিটেজ প্রকল্প

বিলেতে বাংলা সংবাদপত্রের শতবর্ষের ইতিহাস সংরক্ষণে ইন্সটিটিউটসের উদ্যোগ

বিলেতে বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার শতবর্ষের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে ১২ মাসব্যাপী গবেষণা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ প্রকল্প ঘোষণা করেছে দাতব্য সংস্থা ইন্সটিটিউটস। দ্য ন্যাশনাল লটারি হেরিটেজ ফান্ডের সহায়তায় এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী অংশীদারদের সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। গত শুক্রবার, ৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে

সময় ধরে বাংলা সংবাদপত্র বিলেতের বাঙালিদের অভিবাসন, অধিকার আদায়ের আন্দোলন, বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধারণ করে এসেছে। তবে এই ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপকরণ বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছড়িয়ে রয়েছে। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে পুরোনো সংবাদপত্র, নথি ও অন্যান্য দলিল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে প্রবীণ সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকদের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এসব উপকরণ

অভিজ্ঞতা মৌখিক ইতিহাস হিসেবে রেকর্ড করা হবে। সংগৃহীত ঐতিহাসিক নথিপত্র স্থায়ী সংরক্ষণের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস লোকাল হিস্ট্রি লাইব্রেরি অ্যান্ড আর্কাইভসে জমা দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। গবেষণা ও সংগ্রহের ফলাফল জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে লন্ডন ও বার্মিংহামে দুটি প্রদর্শনী এবং ডিডিও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্সটিটিউটস ট্রাস্টি বাবলুল হক। প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে এবং সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ নাহাস পাশা, বিবিসির সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তারেক চৌধুরী, সাংবাদিক মাহবুব রহমান, প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তাইসির মাহমুদ, কবি ও ভ্রমণকাহিনি লেখক দিলু নাসের এবং প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হক।

প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে পরামর্শ ও মতামত দেন সাংবাদিক রহমত আলী, আজিজুল আশিয়া, আফজাল হোসেন, আলাউর রহমান শাহীন, এনাম চৌধুরী, সাজু আহমেদ এবং জয়নাল আবেদীন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইন্সটিটিউটস চ্যারিটির আহাদ চৌধুরী বাবু, পলি রহমান, সালেহ আহমদ, হাসনাত চৌধুরী, মোহাম্মদ কিনু।

আয়োজকেরা বলেন, ডিজিটাল গণমাধ্যম ও মোবাইল সাংবাদিকতার প্রসারের এই সময়ে বিলেতে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস সংরক্ষণ বাঙালি কমিউনিটির আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের গবেষণা, আর্কাইভ সংরক্ষণ ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ইন্সটিটিউটস। একই সঙ্গে কারও সংগ্রহে পুরোনো বাংলা সংবাদপত্র, ছবি, চিঠি, প্রকাশনাসংক্রান্ত নথি বা গবেষণায় কাজে আসতে পারে এমন কোনো উপকরণ থাকলে তা দিয়ে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছে সংস্থাটি।



প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ, উন্মুক্ত ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ এবং প্রবীণ সাংবাদিক ও পাঠকদের স্মৃতি সংরক্ষণের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। ইন্সটিটিউটসের চেয়ারম্যান নবাব উদ্দিনের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর প্রকল্পের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঐতিহ্য ও গবেষণা সমন্বয়কারী সাদ্দিম চৌধুরী।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, যুক্তরাজ্যে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস কেবল সাম্প্রতিক কয়েক দশকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রাথমিক অনুসন্ধান ১৯১৬ সালের 'সত্যবাণী'কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। শত বছরেরও বেশি

সংগ্রহ, যাচাই ও সংরক্ষণ করাই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। সংবাদ সম্মেলনে ডিডিও উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা তুলে ধরেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক আ স ম মাসুম। তিনি জানান, ছয়টি প্রধান কার্যক্রমের মাধ্যমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।

কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে গবেষণালব্ধ তথ্য নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ এবং বিশ্বজুড়ে গবেষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি। পাশাপাশি বাংলা গণমাধ্যমের প্রবীণ অগ্রদূত, সম্পাদক ও প্রকাশকদের জীবনসংগ্রাম ও স্মৃতি নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ এবং সাংবাদিক ও পাঠকদের

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের রেন্ট হার্ডশীপ ফান্ড-এর আবেদন শুরু



ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে আর্থিক চাপে থাকা কাউন্সিলের ভাড়াটিয়াদের সহায়তা করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল আবারও রেন্ট হার্ডশীপ ফান্ড -এর জন্য অক্টোবর মাসের আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। এই অস্থায়ী তহবিলের মাধ্যমে যোগ্য ভাড়াটিয়ারা তাদের ভাড়া অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ সহায়তা পাবেন, যা ছয় মাস পর্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধির অতিরিক্ত খরচ বহন করবে। গড় হিসেবে একজন ভাড়াটিয়া প্রায় ১৭৪ পাউন্ড পর্যন্ত সহায়তা পেতে পারেন। এই তহবিলের উদ্দেশ্য হলো বাসিন্দাদের ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলায় সহায়তা করা এবং ভাড়া বকেয়া হওয়ার ঝুঁকি কমানো। তহবিলটি সেইসব সিকিউর কাউন্সিল টেন্যান্টদের জন্য উন্মুক্ত, যারা নিজেরা ভাড়া পরিশোধ করেন, যাদের পরিবারের বার্ষিক আয় ৬০,০০০ পাউন্ড বা তার কম এবং সপ্তাহে ৬,০০০ পাউন্ডের বেশি নয়। তহবিলের অর্থ সীমিত হওয়ায় আবেদনগুলো আগে এলে আগে পাওয়ার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে। বাসিন্দারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন অথবা হাউজিং সার্ভিস সেন্টার-এ ০২০ ৭৩৬৪ ৫০১৫ নম্বরে ফোন করে সহায়তা নিতে পারবেন। যারা এই তহবিলের জন্য যোগ্য নন, তারাও কাউন্সিলের অন্যান্য আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ সেবার সুবিধা পেতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “আমরা জানি যে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি অনেক পরিবার ও বাসিন্দার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। কেউ যেন শুধুমাত্র আর্থিক অসুবিধার কারণে ভাড়া বকেয়ার ঝুঁকিতে না পড়েন, তা নিশ্চিত করতে এই রেন্ট হার্ডশীপ ফান্ড চালু করা হয়েছে। আমি যোগ্য সকল ভাড়াটিয়াকে দ্রুত আবেদন করার আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে তারা এই গুরুত্বপূর্ণ সহায়তার সুবিধা নিতে পারেন।”

কেবিনেট মেম্বর ফর ফাইন্যান্স, এসেটস এন্ড গভর্ন্যান্স, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেন, “কাউন্সিল বাসিন্দাদের পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রেন্ট হার্ডশীপ ফান্ড আমাদের সেই সহায়তা প্যাকেজের অংশ, যা অর্থনৈতিক চাপের সময়ে ভাড়াটিয়াদের সহায়তা করতে তৈরি করা হয়েছে। এই সহায়তা অনেক পরিবারের জন্য বাস্তব পার্থক্য তৈরি করবে এবং তাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক হবে। আমরা যোগ্য বাসিন্দাদের যত দ্রুত সম্ভব আবেদন করার অনুরোধ জানাই।

carplanet

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী মালিকানাধীন অন্যতম বৃহৎ ও পুরস্কারজয়ী ব্যবহৃত গাড়ি পরিবেশক

আপনার পছন্দের গাড়ি খুঁজে নিন

সুলভ মূল্যে সেরা গাড়ি—আমাদের প্রতিশ্রুতি



২০০০-এর বেশি মানসম্পন্ন গাড়ি



সহজ ও সুবিধাজনক ফাইন্যান্স সুবিধা



আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা

২০০০-এর বেশি মানসম্পন্ন গাড়ি থেকে বেছে নিন আপনার স্বপ্নের গাড়িটি। রয়েছে সহজ ও সুবিধাজনক ফাইন্যান্স সুবিধা এবং আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা।

আমাদের ৩টি শাখা



Watford Branch

Cinnamom House, Baldwins Lane, Watford, Hertfordshire, WD3 3RT



Tel: 01923 311713



Opening hours:

Monday – Saturday: 09:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 17:00

Barnet Branch

Building 4, North London Business Park, Oakleigh Road South, Barnet, London, N11 1GN



Tel: 020 8103 9083



Opening hours:

Monday – Saturday: 09:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 17:00

Aftersales Mega Centre

17 Suez Road Enfield, London EN3 7SN



Tel: 01923 932130



Opening hours:

Monday – Saturday: 09:00 – 17:00
Sunday: Closed

সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন বড়লেখার কৃতি সন্তান ডা. তহর আবদুল্লাহ চৌধুরী

দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার কৃতি সন্তান অধ্যাপক ডা. তহর আবদুল্লাহ চৌধুরী। তিনি কলেজের চর্মরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।



কলেজের বিদ্যায়ী অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. শাহানা ফেরদৌস চৌধুরীর দায়িত্বকাল শেষ হওয়ায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন অধ্যাপক ডা. তহর আবদুল্লাহ চৌধুরী। সিলেট শহরের মিরবক্সটুল্লাহ উইমেন্স কলেজে ১ অক্টোবর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ডা. শাহানা ফেরদৌস চৌধুরী নবনিযুক্ত অধ্যক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন, এবং অধ্যাপক ডা. তহর আবদুল্লাহ চৌধুরী কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ডা. তহর আবদুল্লাহ চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার

শাহবাজপুরের ভুগা গ্রামে। তিনি সিলেট এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ঢাকা পিজি হাসপাতাল থেকে ডার্মাটোলজিতে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেডিকেল এডুকেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাঁর পিতা মরহুম আবদুশ শকুর চৌধুরী সিলেটের ঐতিহ্যবাহী মুরারিচাঁদ (এম.সি.) কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে মরহুম আবদুশ শকুর শাহবাজপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী কটন মিলে শ্রমকল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পারিবারিক জীবনে অধ্যাপক ডা. তহর আবদুল্লাহ চৌধুরী দুই পুত্র ও এক কন্যাসন্তানের জনক। তাঁর দুই ছেলে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। একমাত্র কন্যা ঢাকার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর সহধর্মিণী সিলেটের স্বনামধন্য ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আনন্দনিকেতন-এ ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক ও কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে অধ্যাপক ডা. তহর আবদুল্লাহ চৌধুরীর নিয়োগ তাঁর পেশাগত জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। নতুন দায়িত্বে তিনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম, মেডিকেল শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং একাডেমিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

সুনামগঞ্জে ৯ দিনে ৫ কোটি টাকার বালু লুট ৩৭ জনের নামে মামলা



সিলেট প্রতিনিধি, ১৬ অক্টোবর ২০২৬: সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে ইজারাবিহীন মরাচেলা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে ৩৭ জনের নামে মামলা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ১০-১৫ জনকে মামলায় আসামি করা হয়েছে। অভিযোগ, ৯ দিনে নদী থেকে ২৫ লাখ ঘনফুট বালু তোলা হয়েছে, যার বাজারমূল্য পাঁচ কোটি টাকা।

গত ৭ অক্টোবর বুধবার দোয়ারাবাজার থানায় মামলাটি করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সুনামগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মোহাম্মদ হক। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাপস শীল। এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, দোয়ারাবাজার উপজেলার শ্রীপুর মৌজার সোনাপুর ও পূর্ব

সোনাপুর এলাকায় মরাচেলা নদী ও নদীর পাড় কেটে বালু তোলা হয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত ৯ দিনে তোলা হয়েছে ২৫ লাখ ঘনফুট বালু। নদীর পাড় কাটায় পরিবেশ ও প্রতিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ৩ অক্টোবর বাদী ওই এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন। আসামিদের মধ্যে দোয়ারাবাজার উপজেলার ৩৩ জন, ছাতক উপজেলার ৩ জন ও সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ১ জন আছেন। সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান বলেন, এলাকাটি দুর্গম। তবু প্রশাসনের নজরদারি আছে। মরাচেলা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা বন্ধে টাস্কফোর্সের নিয়মিত অভিযান চলবে। কাউকে অবৈধভাবে বালু তুলতে দেওয়া হবে না।

দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলা দায়ের আনোয়ারুজ্জামানের এপিএসের ৩ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ

সিলেট প্রতিনিধি, ১৬ অক্টোবর ২০২৬: সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সাবেক সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মো. সহিদুল

ইসলাম চৌধুরী ওরফে শহীদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) প্রায় তিন কোটি টাকার সম্পদ অবৈধভাবে



অর্জন এবং সম্পদ বিবরণী দাখিল না করার অভিযোগে

তার বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়। দুদক সিলেট সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জুয়েল মজুমদার বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলার এজাহার সূত্রে জানা



ALAM PROPERTY MAINTENANCE LTD

ALL BUILDING WORK UNDERTAKEN

Our Service

- Plumbing-Heating & Gas Services
- Boiler Repair & Servicing
- Central Heating Power Flushing
- Bathroom & Kitchen Fittings
- Roofing-Gutter Repair & Cleaning
- Decking-Paving-Gardening-Fencing-Gates
- Architectural Design & Planning
- Lights-Switches-Sockets Fixtures
- Loft-Extension & Carpentry
- Painting-Decorating
- Wood & Laminate Flooring-Wall Tiling
- Doors-Locks-Handles Supply & Fitting
- Appliance Repairs
- Sink-Drain Unblocking
- Gas & Electric Certificates



☎ 07957148101 E-mail: alampropertymaintenance@gmail.com

Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

রিয়াদ বিমানবন্দরে দফায় দফায় হামলা

সৌদি আরবের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতো দুর্বল?



দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ধারাবাহিক ও প্রাণঘাতী কয়েকটি হামলা চালায় ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতি গোষ্ঠী। এসব হামলায় অন্তত ১৮ জন নিহত এবং তিন শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। তবে এর কিছুদিন আগেই সামরিক হামলার আগাম জনসতর্কবার্তা জারি করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। গত এক সপ্তাহে রিয়াদ বিমানবন্দরে হওয়া চারটি হামলার আগে কেন জনসাধারণকে কোনো ধরনের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি, সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি সৌদি সরকার। তবে হুতিদের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের সময় রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলার ঘটনায় সতর্কবার্তা না থাকাটা

সৌদি আরবের নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুর্বলতা এবং তাদের নাগরিক ও দর্শনার্থীদের সুরক্ষার সক্ষমতা নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের চারজন পশ্চিমা ও আরব কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, সতর্কবার্তা না দেওয়া বা নীরব ভূমিকা পালনের বিষয়টি স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখার একটি চেষ্টার প্রতিফলনও বটে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সৌদি শিক্ষাবিদ ও মডেল ইন্সটিটিউট পলিসি কাউন্সিল থিঙ্ক ট্যাংকের সিনিয়র রেসিডেন্ট ফেলো সুলতান আল-আমের বলেন, ‘সৌদি সরকার দুটি বিষয়ই একসঙ্গে অর্জন করতে চায় : একদিকে সামরিক অভিযান চালানো, আবার অন্যদিকে দেশের জনগণ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের আস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করা।’

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সৌদি সিভিল ডিফেন্স সাধারণত জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা, উদ্ধার ও অগ্নিনির্বাপণ সংস্থা এবং যা আগাম সতর্কবার্তা জারি করে থাকে। কিন্তু এসব হামলার বিষয়ে সতর্কবার্তা কেন জারি করা হয়নি-সে বিষয়ে ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি বলে জানায় বার্তা সংস্থা রয়টার্স। তবে দুইজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বরাতে জানা গেছে, গত সপ্তাহে বিমানবন্দরে হামলার আগে একটি মিত্র পশ্চিমা সরকারের কর্মকর্তারা সৌদি কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কেন এই সতর্কবার্তাগুলো দেওয়া বন্ধ করা হয়েছিল। কর্মকর্তারা জানান, এর জবাবে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়-সতর্কবার্তাগুলো দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অত্যধিক বিঘ্ন ঘটাত্মক এবং অনেক নাগরিক অভিযোগ করেছিলেন, রাতে সতর্কবার্তার শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। এই দাবির বিষয়ে মন্তব্য চেয়ে যোগাযোগ করা হলে সৌদি সরকারের বার্তা সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কোনো সাড়া দেননি। সৌদি আরবে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাইকেল র্ফাটিন বলেন, রিয়াদ একদিকে হামলার বিষয়ে জনগণকে অবগত রাখা এবং অন্যদিকে দেশে জনজীবনের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হামলার বিষয়ে মানুষের মধ্যকার অস্থিতি বা আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, ‘জনসাধারণকে বার্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের এই মনোভাবটি আসলে তাদের বর্তমান উভসংকটেরই প্রতিফলন।’

‘সৌদি আরবে হামলা মানে পাকিস্তানে হামলা’

দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : সৌদি আরবের ওপর পরিচালিত যেকোনো আক্রমণকে পাকিস্তানের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তানের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী সরদার মুহাম্মদ ইউসুফ। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ইসলামাবাদের ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের পর আরব নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী সরদার মুহাম্মদ ইউসুফ জানান, দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় পাকিস্তান সৌদি আরবের নিরাপত্তাকে নিজেদের নিরাপত্তার অংশ মনে করে। রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুতি মালিশিয়ার সাম্প্রতিক হামলায় একজন পাকিস্তানি নাগরিক নিহত এবং আরো ১১ জন আহত হওয়ার পটভূমিতে তিনি এই বক্তব্য দেন। মন্ত্রী ইউসুফ বলেন, পবিত্র হারামাইন শরিফাইন ও হিজাজ-ই-মুকার্রামের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করার চক্রান্ত কোনো মুসলিম সহ্য করবে না। তিনি উল্লেখ করেন, উমরাহ যাত্রীদের লক্ষ্য করে হামলা

চালানো একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা, কারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ সেখানে কেবল পাপমোচনের উদ্দেশ্যে যান, কারো সঙ্গে লড়াই করতে নয়। সৌদি আরবকে কার্যকর সুরক্ষা দিতে ইতোমধ্যে পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং গত আগস্টে তুরস্কসহ ত্রিদেশীয় ‘মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিগুলোর শর্ত অনুযায়ী মিত্র যেকোনো একটি দেশের ওপর আক্রমণকে সব দেশের ওপর যৌথ হামলা হিসেবে গণ্য করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সংসদ সদস্যরাও অংশ নেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের মহাসচিব মাওলানা আবদুল গফুর হায়দারী, পাক-সৌদি সংহতি পরিষদের পৃষ্ঠপোষক সিনেটর ড. হাফিজ আবদুল করিম এবং জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তানের প্রধান শাহ ওয়াইস নূরানী যৌথভাবে সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং উমরাহ যাত্রীদের নিরাপত্তার ওপর আঘাতকে চরম সীমালঙ্ঘন বলে

ফেসবুক মন্তব্যের জেরে মৃত্যুদণ্ড শ্রীলঙ্কান শ্রমিকের সাজা বাতিল করল সউদী

দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : ফেসবুকে কमेंট করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক শ্রীলঙ্কান প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যুদণ্ডের রায় বাতিল করেছে সউদী আরবের সুপ্রিম কোর্ট। কলম্বোর উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী



অরুণ হেমচন্দ্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ধর্ম অবমাননা ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগে গত সেপ্টেম্বর মাসে সউদী আরবের একটি আপিল আদালত ২৭ বছর বয়সী অনোজন শিবরাসা নামের ওই যুবককে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। এই রায়ের খবর শ্রীলঙ্কায় ব্যাপক ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে, যার ফলে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য জোর কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। বুধবার ফেসবুকে এক পোস্টে মন্ত্রী অরুণ হেমচন্দ্র জানান যে, সউদী আরবের সর্বোচ্চ আদালত মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বাতিল করেছে। একই সঙ্গে তিনি এই প্রচেষ্টার জন্য উভয় দেশের কর্তৃপক্ষ ও

আইনি দলকে ধন্যবাদ জানান। এর আগে গত জুন মাসের শেষের দিকে শ্রীলঙ্কায় হিন্দু পুণ্যার্থীদের অনুসরণকারী একটি কুকুরকে এক মুসলিম যুবক লাথি মারছে- এমন একটি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, যা নিয়ে ইন্টারনেটে ধর্মীয় বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সেই বিতর্কের এক পর্যায়ে এক ফেসবুক ব্যবহারকারী একটি হিন্দু দেবদেবীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। এর জবাবে শিবরাসা তামিল ভাষায় মহানবী (সা.)-কে নিয়ে অপমানজনক একটি কमेंট লেখেন। যদিও শিবরাসা দ্রুতই কमेंটটি মুছে ফেলেন এবং একটি ক্ষমাপ্রার্থনার ভিডিও পোস্ট করেন, তবুও তার সেই কमेंটের স্ক্রিনশট তার নিয়োগকর্তা এবং সউদী কর্মকর্তাদের নজরে আনা হয়। এর জেরে জুলাই মাসে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এখন তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলবে কি না, কিংবা তিনি কতদিন এবং কীভাবে আটক থাকবেন- তা এখনো স্পষ্ট নয়। শিবরাসার আইনি প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত শ্রীলঙ্কার আইনপ্রণেতা ফায়জার মুস্তফা বিবিসি সিংহলাকে নিশ্চিত করেছেন যে, সউদী আরব মৃত্যুদণ্ড বাতিল করেছে। তিনি আরও জানান যে তারা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ রায়টি পর্যালোচনা করছেন। শিবরাসার পরিবার আগে জানিয়েছিল, গত ২৮ সেপ্টেম্বরের পর থেকে তাদের সাথে তার কোনো সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোও তার জীবন রক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল।

হুতিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইসরায়েলের প্রস্তাব নাকচ সউদী যুবরাজের



দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : সউদী আরবের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলমান সামরিক অভিযানে যোগ দেওয়ার ইসরায়েলি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় সম্মতি আদায়ের চেষ্টা সত্ত্বেও সউদী আরব এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি বলে ইসরায়েলি সংবাদপত্র ‘হারেৎজ’-এর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। সোমবার (১২ অক্টোবর) প্রকাশিত প্রতিবেদনে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে হারেৎজ জানায়, ইসরায়েলের সামরিক সহায়তা গ্রহণে আগ্রহী নন যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। ইসরায়েলের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা সউদী জনগণের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবগত আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, সউদী আরবের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে চেয়েছিল ইসরায়েল। এর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের পথও তৈরি হতে পারত। তবে এ প্রতিবেদন নিয়ে সউদী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ইসরায়েলের সঙ্গে সউদী আরবের আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। রিয়াদ দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, ফিলিস্তিন সংকটের স্থায়ী সমাধান এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

আজারবাইজানে স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধ, ক্ষোভ মুসলিমদের

দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬ : আজারবাইজানে স্কুলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হিজাব পরার ওপর পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন পোশাকবিধির কারণে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব পরা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। সোমবার (১২ অক্টোবর) আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।



প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মাসে অনুমোদিত সংশোধনীতে সরাসরি হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়নি। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন পোশাক পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা সরকারের ভাষায় ‘ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি’ লঙ্ঘন করে। নতুন এ বিধির আওতায় হিজাব পরা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। শিক্ষিকা জাহরা হাসানোভা আলজাজিরাকে বলেন, স্কুলে আর হিজাব পরতে পারবেন না বলে তাকে জানানো হয়েছে। সত্যি বলতে, আমি কিছুটা আবেগপ্রবণ। এতে আমি কষ্ট পেয়েছি। হিজাব পরা ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। কোনো দিন খুলে ফেলতে চাইলে সেটিও আমার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। আজারবাইজানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা এপিএ জানিয়েছে, সরকারি সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পোশাকবিধিতে সংশোধন আনার উদ্দেশ্য হলো দেশের ‘ধর্মনিরপেক্ষ নীতি’র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অভিন্ন পোশাকবিধি নিশ্চিত করা।

ইস্ট লন্ডন মুসজিদের জুমার খুতবা

শিশু বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের কোনো শেষ নেই



শায়খ আব্দুল কাইয়ুম

ইসলামে জ্ঞানার্জনের কোনো বয়সসীমা নেই। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে তরুণ, মধ্যবয়সী ও প্রবীণ-প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দ্বীনি জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানার্জন শুধু শিক্ষার বিষয় নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও। গত ২ অক্টোবর শুক্রবার ইস্ট লন্ডন মুসজিদের জুমার খুতবায় মুসজিদের প্রধান ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম কথাগুলো বলেন। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যেসব নিয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো উপকারী জ্ঞান। বিশেষ করে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ও অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার

মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহুস্তরে উন্নীত করবেন।' (সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮:১১) শায়খ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, সমাজে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, দ্বীনি শিক্ষা শুধু শিশু-কিশোরদের জন্য। অনেক অভিভাবক সন্তানদের মাদরাসায় পাঠান, মুসজিদে কুরআন শেখার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু নিজেরা নতুন করে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন অনুভব করেন না। অথচ এ ধরনের চিন্তাভাবনা মানুষকে আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে। তিনি বলেন, এমনকি হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে আল্লাহ তা'আলা এভাবে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন: 'হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।' (সূরা ত্বাহা, ২০:১১৪)। যেখানে মহানবী (সা.)-কেও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে বলা হয়েছে, সেখানে সাধারণ মুসলমানদের জন্য জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। তিনি উল্লেখ করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন।' (বুখারি ও মুসলিম)। দ্বীনের সঠিক উপলব্ধি অর্জনের জন্য নিয়মিত অধ্যয়ন, চিন্তাভাবনা এবং আলেমদের সাহচর্য প্রয়োজন। সাহায্যে কেরামের উদাহরণ তুলে ধরে শায়খ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, তাঁদের অনেকেই মধ্যবয়সে কিংবা বৃদ্ধ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বয়স তাঁদের জ্ঞানার্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাঁরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন, বিখ্যাত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একজন মানুষ কত দিন পর্যন্ত

জ্ঞান অর্জন করবে? তাঁর উত্তরের মর্মার্থ ছিল, 'দোয়াত-কলম থেকে কবর পর্যন্ত।' অর্থাৎ একটি শিশু যখন দোয়াত কলমের মাধ্যমে লেখা-পড়া শুরু করে সেই সময় থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এখানে দোয়াত-কলম বলা হয়েছে এ কারণে যে, একসময় লেখার জন্য দোয়াত-কলম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম ছিলোনা। শিশু বয়সে দোয়াত কলমের মাধ্যমেই লেখালেখি শুরু করতে হতো। জ্ঞানার্জনের পথে বিভিন্ন অজুহাতের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেকেই বয়স, কর্মব্যস্ততা কিংবা পারিবারিক দায়িত্বের কারণে দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকেন। কেউ মনে করেন, ছোটবেলা থেকে নামাজ পড়ছেন, কুরআন পড়তে জানেন, তাই নতুন করে শেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দীর্ঘদিন নামাজ আদায় করলেও নামাজের শুদ্ধতা, একাগ্রতা এবং ইসলামের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে আরও জানার সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, একজন মুসলমানের জন্য হালাল-হারাম, বৈধ উপার্জন, মানুষের অধিকার, আত্মশুদ্ধি, প্রয়োজনীয় দোয়া-জিকির এবং আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন জরুরি। মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে জবাবদিহির বিষয়টি স্মরণ রেখে প্রত্যেকের জীবন পরিচালনা করা উচিত। জ্ঞানার্জনের মর্যাদা সম্পর্কে শায়খ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।' (মুসলিম)। এই সুসংবাদ শুধু তরুণদের জন্য নয়, বরং সব বয়সের মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। দ্বীনি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দুটি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সপ্তাহে অন্তত একটি দ্বীনি শিক্ষার মজলিসে অংশগ্রহণ করা। সেটি তাফসির, হাদিস, ফিকহ কিংবা মহানবী (সা.)-এর

জীবনচরিতবিষয়ক আলোচনা হতে পারে। দ্বিতীয়ত, নিয়মিত অর্থসহ পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কুরআনের অর্থ ও শিক্ষা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বছরে অন্তত একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থসহ কুরআন পাঠের লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। এতে কুরআনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আরও গভীর হবে এবং নামাজে তিলাওয়াত করা আয়াতগুলোর মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হবে। তিনি আরও বলেন, অনেক মানুষ লজ্জা বা সংকোচের কারণে ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকেন। অথচ প্রখ্যাত তাবৈদ মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন, লজ্জাশীল ও অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। এখানে লজ্জা বলতে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অযথা সংকোচকে বোঝানো হয়েছে। শায়খ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বয়স, পেশা কিংবা সামাজিক অবস্থান কোনো বাধা হতে পারে না। একজন আলেম কিংবা শিক্ষককেও নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়। কারণ, জ্ঞানার্জনের কোনো অবসর নেই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শেখার আগ্রহ ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। খুতবার শেষাংশে তিনি সবাইকে উপকারী জ্ঞান অর্জন, অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে আল্লাহর কাছে সবার জন্য উপকারী জ্ঞান ও সঠিকভাবে আমল করার তাওফিক কামনা করেন।

শায়খ আব্দুল কাইয়ুম : প্রধান ইমাম ও খতীব, ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার। জুমার খুতবা, শুক্রবার ২ অক্টোবর ২০২৬।

লোভ-লালসা মানুষের নীতি-নৈতিকতা কেড়ে নেয়

মাইমুনা আক্তার

যেসব প্রবণতা মানুষের বিবেক, ন্যায়বোধ ও আল্লাহভীতিকে গ্রাস করে নেয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো লোভ-লালসা। এই ভাইরাস একবার কাউকে পেয়ে বসলে সে আর মানুষের মতো আচরণ করে না। অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা কিংবা মর্যাদার জন্য সে অন্যের অধিকার হরণ, প্রতারণা, নির্ধাতন এমনকি হত্যার মতো অপরাধেও জড়িয়ে পড়তে পারে। তাদের কাছে তখন স্বার্থ উদ্ধারই মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। স্বার্থের জন্য তারা ঈমান বিক্রিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। (নাউজুবিল্লাহ) অর্থ-সম্পদের প্রতি ভালোবাসা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কমবেশি থাকতে পারে, এটা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। পবিত্র কোরআন মানুষের এই দুর্বলতার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালোবাসো।' (সূরা : আল-ফজর, ২০) এই ভালোবাসা যখন অতিরিক্ত আসক্তিতে রূপ নেয়, তখনই তা মানুষকে ন্যায়-অন্যায় ভুলিয়ে দেয়। তারা তখন অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদার জন্য সব ধরনের পাপ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অর্থের প্রতি এই অন্ধ আসক্তিই মানুষকে কখনো অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে, কখনো ঘুষ-দুর্নীতিতে জড়াতে এবং কখনো নিজের স্বার্থে অন্যের জীবন, সম্মান ও নিরাপত্তাকে তুচ্ছ করতে প্ররোচিত করে। অথচ মহান আল্লাহ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ

হস্তগত করাকে হারাম করেছেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে ঈমানদাররা! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।' (সূরা : নিসা, আয়াত : ২৯) কখনো কখনো দেখা যায়, মানুষ সরাসরি ছিনতাই না করলেও আদালত কিংবা আইনের প্যাঁচে ফেলে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি গ্রাস করার পায়তারা করে। অথচ উৎকোচ দিয়ে কিংবা ক্ষমতাবলে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ গ্রাস করার জন্য যদি আদালত থেকে রায় নিয়ে আসে, তবু তা অবৈধই থেকে যাবে। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'আর তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং তা বিচারকদের (ঘুষ হিসেবে) প্রদান করো না। যাতে মানুষের সম্পদের কোনো অংশ পাপের মাধ্যমে জেনেবুঝে খেয়ে ফেলতে পারো।' (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৮) লোভ-লালসা মানুষের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। বিশেষ করে এগুলো মানুষের দ্বীন-ধর্মের ক্ষতি করে। এর ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, কাব ইবনে মালিক আল-আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগলের পালে ছেড়ে দেওয়া হলে পরে তা যতটুকু না ক্ষতিসাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করে তার ধর্মের। (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৭৬) উল্লিখিত এই হাদিসে মহানবী (সা.) অর্থ-সম্পদের লোভের পাশাপাশি মর্যাদা ও ক্ষমতার লোভকেও একই বিপদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কারণ ক্ষমতার লোভ যখন বিবেককে পরাজিত করে, তখন মানুষের কাছে অন্যের সম্মান, অধিকার, নিরাপত্তা এমনকি

জীবনও নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার চেয়ে তুচ্ছ হয়ে যেতে পারে। লোভ-লালসার আরেকটি ভয়াবহ দিক হলো, এটি মানুষকে কখনোই তৃপ্ত হতে দেয় না। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, হাকিম ইবনে হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে কিছু চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। আমি তাঁর কাছে আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। আমি তাঁর কাছে আবার চাইলাম। তিনি দিলেন। এরপর বললেন, ...হে হাকিম! এ সম্পদ সবুজ ও সুমিষ্ট। যে লোক তা খুশিমনে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তা লালসা নিয়ে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না। বরং সে ওই ব্যক্তির মতো যে খায়, কিন্তু তৃপ্ত না। আর ওপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাত থেকে শ্রেষ্ঠ। (বুখারি, হাদিস : ৬৪৪১) ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ অর্জন নিষিদ্ধ নয়; বরং হালাল পথে উপার্জন, ন্যায়সংগত ভোগ ও তা থেকে আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক খরচ করা প্রশংসনীয়। যে উপার্জনে আল্লাহর হুকুমের ওপর লোভ-লালসাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে না। মনে রাখতে হবে, প্রকৃত প্রাচুর্য ও সম্পদের আধিক্য নয়, অন্তরের তৃপ্তিতে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রকৃত ধন-সম্পদ অধিক সামগ্রী থাকার মধ্যে নয়; প্রকৃত প্রাচুর্য হলো অন্তরের প্রাচুর্য।' (বুখারি, হাদিস : ৬৪৪৬) তাই আমাদের উচিত, আল্লাহকে ভয় করা, লোভ-লালসা ত্যাগ করা ও হালালভাবে প্রাপ্ত রিজিকের ওপর সন্তুষ্ট থেকে মহান আল্লাহর শোকর আদায় করা।

২০২৭ সালের রমজান ও ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ

২০২৭ সালের (১৪৪৮ হিজরি) পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতরের সম্ভাব্য তারিখ প্রকাশ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক গালফ নিউজ। মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানিক হিসাব বলছে- ২০২৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) পবিত্র রমজান মাস শুরু হতে পারে। তবে ওই সময় নতুন চাঁদ দেখার ওপর রমজান শুরুর তারিখ চূড়ান্ত হবে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ২০২৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি (রোববার) সন্ধ্যায় পবিত্র রমজান মাসের চাঁদের অনুসন্ধান করা হবে। ওইদিন আকাশে চাঁদ দেখা গেলে সেদিন সন্ধ্যায় প্রথম তারাবিহ নামাজ আদায় করা হবে এবং রাতে সেহরি খেয়ে পরদিন সোমবার (৮ ফেব্রুয়ারি) থেকে রোজা রাখা শুরু করবেন মুসলিমরা। অন্যদিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ১০ মার্চ (বুধবার) পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হতে পারে। তবে ঈদুল ফিতরের চূড়ান্ত তারিখ চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করছে।

গান শোনায় ইসলামি শরিয়তের বিধান

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে গান শোনা সম্পূর্ণ নাজাজেজ ও হারাম। তবে বাদ্যযন্ত্র বাদ দিয়ে শুধু মানুষের খালি কণ্ঠে গাওয়া গান শোনা নিয়ে অবস্থা ভেদে সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ও ইসলামি বিধানের ভিন্নতা রয়েছে। যা ক্রমান্বয়ে নিচে তুলে ধরা হলো- ১. মিউজিক বা বাদ্যযন্ত্র বাদ দিয়ে শুধু খালি গলায় গাওয়া গান বা গজল শোনার বিষয়টি গানের কথামালার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, যথা- ক. যদি গানের কথাগুলো ভালো ও ইতিবাচক হয় এবং এতে কোনো শিরক, কুফর, অশ্লীলতা, কাউকে হিংসা বা অবৈধ ভালোবাসার দিকে প্ররোচিত করার বিষয় না থাকে, তবে তা শোনা জাজেজ। খ. যদি এতে অশালীন কথা, অনৈতিক প্রেম-ভালোবাসা বা গুনাহের প্রতি উৎসাহ থাকে, তবে বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও তা শোনা হারাম বা গুনাহ। ২. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসা শরিয়তসম্মত এবং পুণ্যময়। তবে গান শোনানোর ক্ষেত্রে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা আবশ্যিক: ক. গানটি হতে হবে বাদ্যযন্ত্রমুক্ত। খ. গানে ব্যবহৃত শব্দ বা কথা যেন কোনো প্রকার অশালীনতা, অন্য কোনো বেগানা নারী/পুরুষের প্রশংসা বা ইসলামি আকিদা-বিরোধী বক্তব্য ধারণ না করে। যদি বাদ্যযন্ত্র না থাকে এবং কথা বা শব্দগুলো কেবল নিজেদের পবিত্র ভালোবাসা ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হয়, তবে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে তা শোনাতে পারবেন এবং এতে কোনো গুনাহ নেই।

প্রসঙ্গ : পূর্তির ফুতি

হানিফ সংকেত

কথায় আছে, মাথায় করেছে ভর-যা খুশি তাই কর। আজকাল অনেকেই ঢাকঢোল বাজিয়ে, টেবিলে কেক সাজিয়ে বেশ ফুর্তির সঙ্গে পালন করেন বিচিত্র চিত্রের পূর্তির অনুষ্ঠান। যা বর্ষপূর্তি, পর্বপূর্তি, ভিউপূর্তি ইত্যাদি নানা নামের পূর্তিতে থাকে ভর্তি। পণ্যের বিজ্ঞাপন বা অন্যের বিজ্ঞাপন নয়, নিজ চ্যানেলের অনুষ্ঠানকে এখানে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ প্রচারেই নাকি এদের প্রসার। তবে প্রসার যতই অসার হোক, মানুষকে প্রেসার দিয়ে চ্যানেলের কিছু কর্মী ও চ্যানেলের অধীন কিছু শিল্পী নিয়ে এসব পূর্তি অনুষ্ঠান করা হয়। সঙ্গে থাকে সুশীলবার্তা। বলা হয়, এসব পূর্তি অনুষ্ঠানের কেকের ওজনের ওপর চ্যানেলের ওজন নির্ভর করে। তাই কেকের সাইজটা বড় থাকে। আর কেক কাটার ছুরিটা নাকি একটু লম্বা এবং শক্ত হতে হয়, কারণ উপস্থিত সুধীবন্দ ওই হ্যান্ডেল ধরে টানাহেঁচড়া করতে থাকেন। যাতে ছুরির যেকোনো অংশে তার একটু ছোঁয়া থাকে। কারণ এসব অনুষ্ঠানের ছুরির হ্যান্ডেল ধরতে পারাটাও নাকি বিশেষ মর্যাদার। দড়ি টানাটানির মতো এ ছুরি টানাটানির দৃশ্যও বেশ উপভোগ্য।

ইদানীং শুধু পূর্তির মধ্যেই এদের ফুর্তি সীমাবদ্ধ থাকে না, কয়েক বছর বয়স হলে অনেকে এটাকে উৎসব হিসেবে ঘোষণা করে। সেই উৎসব আবার কয়েক দিনব্যাপী পালন করে। যেহেতু নিজেদের চ্যানেল আছে তাই জাতীয় সংবাদে (ঘধঃঃঃডুহধয ঘবংি) পূর্তির খবর মহাসমারোহে প্রচার করে। যদিও অনেক দর্শকই এই পূর্তি পালনের অনুষ্ঠান বা উৎসব দেখেনও না, নামও জানেন না।

তাই এসব ক্ষেত্রে প্রচারে প্রসার নয় বরং এসব অনুষ্ঠানের প্রেসারে দর্শক বিরক্ত হয়। আর প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষণন হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এসব পূর্তি অনুষ্ঠান এবং উৎসব-কনটেন্টের দেউলিয়াত্বও প্রকাশ করে। টেলিভিশনের পর্দায় এসব বর্ষপূর্তি, দশকপূর্তির জমকালো আয়োজন এবং তার অপ্রয়োজন সংবাদ প্রচারের ধরন দেখে হঠাৎ মনে হতে পারে আমাদের টেলিভিশন শিল্প বোধ হয় এক স্বর্ণযুগ পার করেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বলমলে আলোকসজ্জা ও ওজনদার কেক কাটার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কঠিন সত্য হচ্ছে-অনুষ্ঠানের মান সংকট।

বিশ্বের উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন-বিবিসি, সিএনএন, আলজাজিরা, সিবিএস কিংবা এনএইচকের মতো আন্তর্জাতিক চ্যানেলগুলো নিজেদের কাজের মান, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং উদ্ভাবনী কনটেন্ট দিয়ে দর্শক মন জয় করে। কোনো চ্যানেল বছর ঘুরে প্রতিষ্ঠিত হলেই দিনব্যাপী কেক কাটা, লাইভ সেলিব্রেশন সাজিয়ে, সুশীলদের কৃত্রিম অভিব্যক্তি ও শুভেচ্ছাবার্তায় চ্যানেল মালিকের মন ভরিয়ে দেয় না। অর্থাৎ বৈশ্বিক সম্প্রচার

জগতে এসব দৃশ্য দেখা যায় না। দুই-একটি ক্ষেত্রে কোনো মানসম্মত তথ্যচিত্র কিংবা চমৎকার কোনো কাজের স্মারক প্রকাশ করে।

আর আমাদের দেশে উোঁা-শুরু হয়েছে নানারকম পূর্তি উৎসবের প্রতিযোগিতা। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তো আছেই তার সঙ্গে শুরু হয়েছে কোনো অনুষ্ঠান বা সিরিয়ালের শততম পর্ব, পাঁচ বছরপূর্তি, দশকপূর্তি, বিশ বছরপূর্তি, এমনকি মিলিয়ন ভিউপূর্তির অজুহাতে এলাহি সব হাস্যকর কাণ্ড। এসব উৎসব আয়োজন দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় সার্কাস দেখছি। শুধু চ্যানেলই নয়, ইদানীং ইউটিউব, টিকটক, ফেসবুকেরও বিভিন্ন মেয়াদ, সাবস্ক্রাইবার, ভিউ, ভাইরাল নিয়েও নানা নামের নানা অনুষ্ঠান হয়। এর ফলে যে ধারা শুরু হয়েছে, তা গণমাধ্যমের সুস্থ সংস্কৃতির জন্য আশঙ্কাজনক। সবকিছুতেই দেখা যায় কৃত্রিম প্রচারণা।

গণমাধ্যমের এ বহুরূপিতা ও চরিত্র বদল রাজনৈতিক ও সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় সুবিধাবাদ সাংবাদিকতা বা পাওয়ার জার্নালিজম হিসেবে পরিচিত। সরকার বদল হলেই কিছু কিছু মিডিয়ার খোলস পরিবর্তন হয়। গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। নিরপেক্ষ থেকে সত্য প্রকাশ করবে, সঠিক তথ্য পৌঁছে দেবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু চ্যানেল সব আমলেই ক্ষমতার চাটুকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাদের কাজ জনস্বার্থ নয়, নিজের স্বার্থ রক্ষা ও এ টিভি ব্যবসা টিকিয়ে রাখা।

বিশেষ করে এসব বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছাবার্তা দিতে গিয়ে সুশীলরা চ্যানেল বা কনটেন্টের রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা অতীতের ভূমিকা বিশ্লেষণ না করেই রিপোর্টারের এগিয়ে দেওয়া মাইক্রোফোনে গড়গড় করে বলে যেতে থাকেন-‘এমন চ্যানেল কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল চ্যানেলের সেরা চ্যানেল...’-গৎঝাঁধা এসব কথায় শুধু যার যার চ্যানেলের নাম বসিয়ে দিলেই হয়। আলাদা করে নাম বলার দরকার নেই। এ-জাতীয় রাজনীতিবিদ ও সুশীলদের লক্ষ্য থাকে একটাই-উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা। কারণ কখনো শোনা যায়নি যাদের বার্তা নেওয়া হয় তারা চ্যানেলে বার্তা দিতে গিয়ে সমালোচনা করেছেন; বরং প্রশংসা করতে গিয়ে নতুন নতুন প্রশংসাসূচক শব্দ প্রয়োগ করেছে। যেমন দেশের সংস্কৃতি তুলে ধরা, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারে তাদের জুড়ি নেই। মজার ব্যাপার

হলো, যারা এসব শুভেচ্ছা বা ভালোবাসার বার্তা দেয়, তারা নিজেরাও চ্যানেলটি বা চ্যানেলের কোনো অনুষ্ঠান নিয়মিত দেখেন বলে মনে হয় না।

প্রসঙ্গ : পূর্তির ফুর্তিএকটি প্রচলিত ইংরেজি বাক্য আছে-‘পাবলিক মেমোরি ইজ ভেরি শর্ট’। মানুষ দ্রুত সবকিছু ভুলে যায়, কিন্তু নীতিনির্ধারকদের সবকিছু ভোলা ঠিক নয়। যেকোনো দ্বৈত চরিত্রের মানুষই শুধু মিডিয়া নয়, দেশের জন্যও ক্ষতিকর।

একটি মূলধারার টিভি চ্যানেলের মূল কাজ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা। কারণ চ্যানেলটির সাফল্য নির্ভর করে দর্শকদের আস্থা ও ভালোবাসার ওপর। ওজনদার কেক এবং তা কাটার জন্য ছুরির হ্যান্ডেল ধরার প্রতিযোগিতা সম্মানজনক নয়। এদের উচিত আত্মপ্রশংসা না করে আত্মসমালোচনা করা। মনে রাখতে হবে, বিশ্বগণমাধ্যমে এই কেক সংস্কৃতি নাই, বাংলাদেশ টেলিভিশনেও ছিল না। তবে মাঝে মাঝে কিছু কিছু চ্যানেল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গত কয়েক বছর তারাও এই সস্তা সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

মনে রাখতে হবে, আত্মপ্রচারের এই বলমলে আলো একদিন নিভে যাবে, তখন দর্শকের হারিয়ে যাওয়া আস্থা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। অনুষ্ঠানের বর্ষপূর্তি বা দশকপূর্তির ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। নিজেদের অনুষ্ঠান নিয়ে নিজেরা আত্মতৃষ্টিতে মেতে না উঠে দেখতে হবে পূর্তি উৎসব পালন করা ওই সব অনুষ্ঠান কজন দর্শক দেখেছে কিংবা ওই অনুষ্ঠানটির নামই বা কজন দর্শক জানে। অর্থবল ও জনসংযোগে বলীয়ান হলে চিন্তানন্দে অনেক কিছুই করা যায়। কিন্তু দর্শকদের চিতে নাড়া দেওয়া যায় না।

আজকাল চ্যানেলগুলোতে রিয়ালটি শো আর ক্রিপ কাটিং সংবাদের ভিড়ে দর্শক ক্লান্ত। রুচিশীল ও বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠানের বড়ই অভাব। বেশির ভাগ নাটকই কমেডিনির্ভর, টক শোগুলো উত্তেজনায় ভরপুর, বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক নেই, আছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঝগড়া, চিৎকার আর রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়িতে একে অন্যকে ঘায়েল করার প্রতিযোগিতা।

নিউজের ক্ষেত্রেও ব্রেকিং নিউজের নামে অহেতুক সেনসেশন তৈরি করা হচ্ছে। ডিজিটাল মাধ্যম ও ওটিটি (ঙঃঃঃঃ) প্ল্যাটফর্মের এ যুগে দর্শক কিন্তু বোকা নন। কারণ এখন দর্শক বিশ্বমানের কনটেন্ট দেখতে অভ্যস্ত। ফলে এসব চ্যানেল যখন মানের দিকে না তাকিয়ে খোলস সাজাতে ব্যস্ত, দর্শক তখন রিমোটের বোতাম টিপে পাড়ি দেন অন্য প্ল্যাটফর্মে।

চ্যানেল মালিক ও নীতিনির্ধারকদের এটি উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে একটি টেলিভিশনের আসল পরিচয় বা সাফল্য নির্ধারিত হয় তার অনুষ্ঠান বা কনটেন্ট দিয়ে। ক্যালেভারের পাতা উোঁ কেক কাটার মাধ্যমে নয়। মনে রাখতে হবে, দর্শকরা ফাঁপা অনুষ্ঠানে আকৃষ্ট হয় না, তারা চায় মানসম্মত কনটেন্ট। তারা চায় অনুষ্ঠান দেখার জন্য নির্ধারিত সময়টুকু

উপভোগ্য হোক। শিল্প বা বিনোদনমাধ্যমের মূলশক্তি হলো দর্শকের ভালোবাসা ও আত্মিক গ্রহণযোগ্যতা, প্রচারণার ঢোল পিটিয়ে তৈরি করা কৃত্রিম সাফল্য নয়। গণমাধ্যমের এ বহুরূপিতা ও চরিত্র বদল রাজনৈতিক ও সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় সুবিধাবাদ সাংবাদিকতা বা পাওয়ার জার্নালিজম হিসেবে পরিচিত। সরকার বদল হলেই কিছু কিছু মিডিয়ার খোলস পরিবর্তন হয়। গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। নিরপেক্ষ থেকে সত্য প্রকাশ করবে, সঠিক তথ্য পৌঁছে দেবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু চ্যানেল সব আমলেই ক্ষমতার চাটুকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাদের কাজ জনস্বার্থ নয়, নিজের স্বার্থ রক্ষা ও এ টিভি ব্যবসা টিকিয়ে রাখা। তাই সংবাদ বা অনুসন্ধানী চমৎকার সব রিপোর্টের বদলে থাকে নানা ইভেন্টের আয়োজন। এর মধ্যে এই নানামুখী পূর্তি উৎসব উল্লেখযোগ্য। এসব উৎসবে বিনে পয়সার কিছু সুশীলের প্রশংসাবাণী পাওয়া যায়। তাই সরকার বদলের পর যে সরকার আসে রাতারাতি এদের চেহারা বদলে যায়। গতকাল পর্যন্ত যাদের গুণগান গেয়েছে আজ তাদের সব অপকর্মের চশমা পরে সমালোচনা শুরু করেছে এবং নতুন সরকারের বন্দনায় মেতে উঠেছে। এই রং বদলানো গিরগিটি চরিত্র-মিডিয়ার বড় ট্র্যাজেডি। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য টিভির লাইসেন্স ও টিভিকে ব্যবহার করে ব্যবসা ও ক্ষমতার দাপট বলবৎ রাখা। স্বাধীন সাংবাদিকতার আইনি ও সামাজিক সুরক্ষার অভাবও গণমাধ্যমকে তোষামোদে বাধ্য করে। তবে তা যখন অতি উৎসাহী দালালি রূপ নেয়, তখন তা আর চাপা থাকে না। অভ্যাসে পরিণত হয়। যে কারণে খবরের সত্যতা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। ক্ষেত্র তৈরি হয় গুজব ও ভুয়া খবর ছড়ানোর। মিডিয়ার দ্বিচারিতা বা ক্ষমতার দালালির কারণে সেসব মিডিয়া হয়ে উঠে সরকারের পিআর এজেন্সি। ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও এ সুবিধাবাদী চক্রের চরিত্র বদলায় না। ফলে এসব চ্যানেলের করা উৎসব বা পূর্তি অনুষ্ঠান হাস্যকার হয়ে উঠে।

এসব পূর্তির ফুর্তি উদ্যাপন করতে গিয়ে সুশীলদের এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের প্রশংসাবাণী এনে প্রচার করা হলেও তেমন কোনো লাভ হয় না। তাদের অতীত কর্মকাণ্ড তারা ভুলে গেলেও দর্শকরা ভোলেনি। তাই এসব পূর্তি অনুষ্ঠানে যতই ফুর্তি করুক না কেন, তা শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। সময়ের পরিবর্তনে এরা আবারও চরিত্র পাাাবে, আবার অন্য কোনো দলীয় সুশীল কিংবা মন্ত্রীর শুভেচ্ছা নেবে। প্রতিবারের মতো পূর্তি উপলক্ষে বাণী ও শুভেচ্ছাবার্তা নেবে দলীয় সুশীল ও মন্ত্রীদের। এসব দেখে ছোটবেলায় মেলায় দেখা সার্কাসের কথা মনে পড়ে-

‘আহার দেখো, বাহার দেখো,

কী চমৎকার খেলা দেখো!’

শুধু সময়ের অপেক্ষা; আবারও এদের দেখা যাবে নতুন রূপে, নতুন মেলায়, নতুন পূর্তির ফুর্তিতে!

লেখক : গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব

শেষ পৃষ্ঠার পর ...

অন্যদিকে, তাকে প্রত্যার্ণের বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হয়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। কথিত প্রত্যাবর্তন ঘিরে আওয়ামী লীগের যেকোনো ধরনের কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন করার ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনার ফেরার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ডিসেম্বরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও জনমনে গুঞ্জন চলছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সম্ভাব্য ভূমিকা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবস্থান, সরকারের প্রস্তুতি এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আলোচনায় আসছে। বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার ফেরা কী আদৌ সম্ভব কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

শেখ হাসিনার ঘোষণায় নির্বাসনে থাকা আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতাদেরও তার সঙ্গে দেশে ফেরার কথা এসেছে। তবে তাদের মধ্যে কারা ফিরবেন, কতজন ফিরবেন কিংবা দেশে ফিরে কীভাবে আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হবেন- সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে ফেসবুক লাইভে এসে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, ড. হাছান মাহমুদ, শ ম রেজাউল করিমসহ অনেক নেতা দেশে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন। যাদের অনেকের বিরুদ্ধে মৃত্যুদে-র রায় রয়েছে।

জল্পনা-কল্পনার ডিসেম্বর

ফলে দেশে ফেরার ঘোষণা সামাজিক মাধ্যমের মধ্যেই সীমিত থাকবে, না কি বাস্তবেও তারা দেশে ফিরবেন; তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিদেশে অবস্থানরত সিনিয়র নেতাদের দেশে ফেরার সম্ভাবনা কম। বিশেষ করে যারা ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থান করছেন, তারা সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ একটি জীবন বেছে নিয়েছেন। অনেকেই সন্তানদের লেখাপড়া করিয়ে স্থায়ী হওয়ারও চেষ্টা চালাচ্ছেন। সেখানকার আরাম-আয়েশ ছেড়ে শেষ বয়সে দেশে ফিরে তারা বিচারের মুখোমুখি না-ও হতে পারেন। এদিকে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা ও মন্ত্রীদের বেশ কয়েকজন ইতোমধ্যেই কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। অনেক সিনিয়র নেতা কারাবাসে রয়েছেন। এমন পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখছেন পলাতক সিনিয়র নেতারাও। এ ছাড়া মধ্যম সারির যেসব নেতা ভারতে অবস্থান করছেন, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাদের সেখানে অবস্থান করা কঠিন হবে। তাদের অনেকেই ইউরোপ-আমেরিকামুখী হতে পারেন।

এদিকে দেশে অবস্থান করা আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের একটি বড় অংশ স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে সমঝোতা করে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখছেন। চালাচ্ছেন ব্যবসা-বাণিজ্যও। এর বাইরে একটি বড়সংখ্যক কর্মী-সমর্থক রয়েছেন; যারা নিষিদ্ধ অবস্থায়ও নানা কর্মসূচি

পালন করছেন। আওয়ামী লীগের এই অংশটিকেই পাশে পেতে পারেন শেখ হাসিনা। তবে তাদের দিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করে সরকার পতনের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। জাহাঙ্গীরগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. শামসুল আলম বলেন, ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা একটি রাজনৈতিক স্ট্যানবাজি। তিনি যে প্রেক্ষিতে দেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই পরিস্থিতি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তিনি ক্ষমা না চেয়ে পার্শ্ববর্তী একটি দেশে অবস্থান করে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে বাংলাদেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। এসব ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে তিনি নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু নেতাকর্মীরা উলটো বিপদে পড়ছেন।

এদিকে শেখ হাসিনার ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ঘোষণার পর পুলিশ ও প্রশাসনের ভেতরের অবস্থান নিয়েও আলোচনা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল হাসানের কথিত একটি অডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বলা হচ্ছে, এখনও প্রশাসনের ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে আওয়ামী লীগের বড় একটি সমর্থক গোষ্ঠী। তারাও ভেতরে ভেতরে তৎপরতা শুরু করছে। তবে তারা যাতে সংগঠিত হতে না পারে, সরকার সে ব্যাপারেও কঠোর দৃষ্টি রাখছে।

ভুয়া সমকামী সাজিয়ে এসাইলাম

তিনি প্রতিটি প্যাকেজে সাড়ে চার হাজার পাউন্ড পর্যন্ত নিতেন। হোয়াইটচ্যাপেল এলাকার ‘আপনজন’ নামের একটি সংস্থার কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় সম্প্রতি বিশেষ অভিযান চালিয়ে সাজাদসহ তিনজনকে আটক করা হয়। অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ, স্বর্ণালঙ্কার ও মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, আশ্রয়ের আবেদন সমর্থন করতে সাজানো ছবি, নাইটক্লাবে উপস্থিতির প্রমাণ এবং ভুয়া প্রত্যয়নপত্রসহ বিভিন্ন নথি তৈরি করা হতো।

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত এ অভিযানে হোয়াইটচ্যাপেলের ইস্ট লন্ডন মসজিদের পেছনে অবস্থিত ভাইন কোর্ট বিজনেস সেন্টার থেকেও দুজনকে আটক করা হয়। তাদের একজনের বিরুদ্ধে অভিযান জালিয়াতিতে সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে। অন্যজনকে যুক্তরাজ্যে অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তদন্তসংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশনের আওতায় থাকা সুরক্ষাকে কাজে লাগিয়ে কিছু আশ্রয়প্রার্থীর জন্য সমকামী পরিচয়ের ভিত্তিতে আশ্রয়ের দাবি সাজিয়ে দেওয়া হতো। এ জন্য তৈরি করা নথিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ছবি, নাইটক্লাবে যাওয়ার তথ্য এবং প্রত্যয়নপত্র অন্তর্ভুক্ত থাকত। এসব নথির মাধ্যমে আবেদনকারীদের এমন একটি ব্যক্তিগত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হতো, যা তাদের প্রকৃত পরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর জামিনে মুক্ত হয়ে সাজাদ মিয়া সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন, অভিযানে জব্দ করা অর্থ তার বাড়িভাড়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং স্বর্ণালঙ্কারগুলো তার বোনের। তিনি সংস্থাটির কার্যক্রমকে বৈধ দাবি করে বলেন, কাউকে প্রত্যয়নপত্র দেওয়ার আগে অন্তত ছয় মাস পর্যবেক্ষণ করা হতো। তবে তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত চলছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এর আগেও যুক্তরাজ্যের ইমিগ্রেশন ট্রাইব্যুনালে এই সংস্থার জমা দেওয়া নথি অনির্ভরযোগ্য ও সাজানো বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তদন্তকারীরা এখন সংস্থাটির কার্যক্রম এবং এর মাধ্যমে করা আশ্রয়ের আবেদনগুলোর সত্যতা যাচাই করছেন।

তদন্তে আরও অভিযোগ উঠেছে, যেসব বাংলাদেশি নাগরিকের রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তাদের একটি অংশকে লক্ষ্য করে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। একই রঙের পোশাক পরিয়ে লন্ডনের বিভিন্ন প্রাইড প্যারেডে ছবি তোলা এবং ক্লাবে উপস্থিতির দৃশ্য তৈরি করে আবেদনকারীদের সমকামী পরিচয়ের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হতো বলে অভিযোগ রয়েছে।

কিছু ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যে আসার প্রায় এক দশক পর সমকামী পরিচয়ের ভিত্তিতে আশ্রয়ের দাবি তোলার নজিরও তদন্তে উঠে এসেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে হোম অফিস ওই সংস্থার মাধ্যমে করা শতাধিক অতীত ও চলমান আশ্রয়ের আবেদন খতিয়ে দেখছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট আবেদনগুলোর সত্যতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

পরজগতে মৃত মা-বাবা বোনকে

করেছিলেন। ওই ঘটনার পর তিনি সাময়িকভাবে অবশ হয়ে পড়েন এবং নিজের জীবন নিয়ে আশঙ্কায় ছিলেন। তবে সেই অভিজ্ঞতার পর মৃত্যু নিয়ে তার ভয় অনেকটাই কেটে গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

আনা ক্রিস্টিনা জানান, ঘটনার পর সুস্থ হয়ে ওঠার সময় তিনি বুঝতে পারছিলেন না তার শরীরে কী ঘটেছিল। প্রথমে তার আশঙ্কা হয়েছিল, তিনি হয়তো হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন অথবা স্ট্রোক করেছিলেন। কিন্তু ইসিজি ও মস্তিষ্কের স্ক্যান পরীক্ষায় এমন সমস্যার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পরে তার আইনজীবীর পরামর্শে চুলের ফরেনসিক পরীক্ষা করানো হয়। আনার দাবি, পরীক্ষাগারের প্রতিবেদনে তার শরীরে সিসা, পারদ ও সেলেনিয়ামসহ কয়েকটি ধাতুর উচ্চমাত্রার উপস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তার ধারণা, এসব উপাদান ইঁদুর মারার বিষের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি অভিযোগ করেন, স্বামী তার রাতের খাবারের ভাতে বিষ মিশিয়েছিলেন, যাতে তিনি মিসরে যেতে না পারেন।

‘এনডিই জার্নি’ নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে আনা বলেন, মৃত্যুর কাছাকাছি অবস্থায় তিনি তার প্রয়াত মা, বাবা ও বোন নাদিয়াকে দেখেছেন বলে মনে করেন। তার মা ওই ঘটনার প্রায় এক বছর আগে মারা যান। আর আনার বয়স যখন ২২ বছর, তখন তার বাবা গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হন। তার বোন নাদিয়া ৩৫ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেছিলেন।

আনার ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি স্বজনদের মানুষের স্বাভাবিক অবয়বে নয়, বরং উজ্জ্বল আলোর অবয়বে দেখেছিলেন। প্রথমে তার মাকে দেখতে পান, যিনি তাকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আনা বলেন, মায়ের মুখের কোনো বৈশিষ্ট্য দেখতে না পেলেও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিলেন, ওই আলোকময় অবয়বটি তার মায়ের।

এরপর বোন নাদিয়াকে দেখেছেন বলেও দাবি করেন আনা। তিনি বলেন, বোনের মৃত্যুর পর থেকে তার মনে প্রশ্ন ছিল, নাদিয়া কোথায় আছেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, নাদিয়া ছিলেন সুন্দর মনের মানুষ, কিন্তু গভীর বিষণ্ণতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর নিজের জীবন শেষ করে দেন।

আনা আরও জানান, ওই অভিজ্ঞতার সময় তিনি তার বাবাকেও দেখতে পান। ২২ বছর বয়সে বাবাকে হারানোর শোক তিনি কখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বাবাকে আবার দেখার অভিজ্ঞতা তার জন্য গভীর আনন্দ ও মানসিক প্রশান্তি নিয়ে আসে বলে জানান তিনি।

আনা ক্রিস্টিনার দাবি, মৃত্যুর কাছাকাছি ওই অভিজ্ঞতার পর তিনি আর আগের মতো মৃত্যুকে ভয় পান না। তার মতে, জীবনে সুখ-দুঃখ ও নানা উত্থান-পতন থাকলেও তিনি মৃত্যুর পরের জগতে শান্তি, আনন্দ ও ভালোবাসার অনুভূতি পেয়েছেন।

তিনি বলেন, ওই সময় তার মনে হয়নি যে তিনি মারা গেছেন। তার কাছে মনে হয়েছিল, কোনো কিছুর শেষ বা শুরু নেই; তিনি কেবল এগিয়ে যাচ্ছিলেন। নিজের জীবনের প্রতিটি ছোট বিষয়েও স্রষ্টার উপস্থিতি উপলব্ধি করার অভিজ্ঞতাকে তিনি আশীর্বাদ হিসেবে বর্ণনা করেন। তার বিশ্বাস, মানুষ একা নয় এবং মৃত্যুর সময়ও একা থাকে না। সূত্র: ডেইলি মিরর

যুক্তরাজ্যে স্কিলড ওয়ার্কারদের

পূর্ণকালীন কেয়ার ওয়ার্কারের চাকরি পাওয়ার আশায় তিনি একটি এজেন্সিকে ২০ হাজার পাউন্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তার স্পনসর ভিসা সচল রাখার জন্য প্রতি মাসে ৪০০ পাউন্ড দাবি করতেন, অথচ তাকে খুব সামান্য কাজ দেওয়া হতো কিংবা কোনো কাজই দেওয়া হতো না। কয়েক মাস ধরে তিনি বাড়িভাড়া ও পরিবারের খরচ চালাতে হিমশিম খেয়েছেন। ভিসা বাতিলের হুমকিও বারবার দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কাজ পেলেও মাসে মাত্র ২০০ থেকে ৩০০ পাউন্ড বেতন দেওয়া হতো, যা প্রতিশ্রুত আয়ের তুলনায় অনেক কম।

যুক্তরাজ্যের ইমিগ্রেশন বিষয়ক মন্ত্রী জো হোয়াইট বলেছেন, আধুনিক দাসত্বের শিকার ব্যক্তিদের এমন শোষণ সহ্য করতে বাধ্য হওয়া উচিত নয়। নতুন নিয়ম তাদের নির্যাতনমূলক কর্মপরিবেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসা, জীবন পুনর্গঠন এবং শোষণের মানসিক আঘাত কাটিয়ে ওঠার সুযোগ দেবে। একইসাথে কর্মীদেরকে শোষণকারী অসাধু স্পনসরদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুক্তরাজ্যের ইন্ডিপেন্ডেন্ট দাসত্ববিরোধী কমিশনার এলিনর লায়ন্স এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই চাকরি ছেড়ে দিলে জীবিকা ও অভিবাসন বৈধতা হারানোর ভয়ে শোষণমূলক কর্মপরিবেশে আটকে থাকেন। বিকল্প চাকরি খুঁজে নেওয়া এবং নিজেদের ভরণপোষণের সুযোগ তৈরি হলে এই বাধা অনেকটাই কমবে।

স্যালভেশন আর্মির মানব পাচার ও আধুনিক দাসত্ববিরোধী কার্যক্রমের উপপরিচালক মেজর হিদার গ্রিনস্টেডও নতুন নিয়মকে স্বাগত জানিয়েছেন। তার মতে, ভুক্তভোগীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা ভবিষ্যতে তাদের পুনরায় শোষণের শিকার হওয়া ঠেকানোর অন্যতম উপায়। ভিসার অবশিষ্ট মেয়াদে অন্য নিয়োগকর্তার অধীনে কাজের সুযোগ তাদের নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করতে সহায়তা করবে।

সরকার জানিয়েছে, ইমিগ্রেশন ব্যবস্থার অপব্যবহার এবং অসাধু নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অভিবাসন-বিষয়ক খসড়া পেপারে স্পনসর করা কর্মীদের নিয়োগকর্তা পরিবর্তন সহজ করা,

নির্দিষ্ট স্পনসরের ওপর নির্ভরতা কমানো এবং কর্মীদের শোষণ থেকে সুরক্ষা জোরদার করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

সরকারের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদেশি কর্মী নিয়োগকারী ৬ হাজার ৬০০টিরও বেশি স্পনসরের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৬ সালের জুনে শেষ হওয়া এক বছরে ৪ হাজার ৪০০টিরও বেশি লাইসেন্স বাতিল হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১৪০ শতাংশ বেশি এবং রেকর্ড সর্বোচ্চ। কোনো স্পনসরের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে পুলিশের কাছে পাঠানো হবে বলেও জানিয়েছে সরকার।

চাকরির প্রলোভনে রাশিয়ায়

যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখসারিতে পাঠানো হয়। সেখানে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)।

গত ১৪ অক্টোবর বুধবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এসআরবির মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান এসআরবি-১০ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মো. আসাদুজ্জামান।

তিনি জানান, এ ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলার ভিত্তিতে মানবপাচার চক্রের ‘মূল হোতা’ মিজানুর রহমান (৫৫) এবং আবু তাহের লেন্টু (৫০) নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছেন তারা।

বুধবার ভোরে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দায় অভিযান চালিয়ে আসামি মিজানুর রহমানকে এবং ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ থেকে লেন্টুকে গ্রেপ্তার করে এসআরবি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে ভালো বেতনে চাকরি দেওয়ার কথা বলে চলতি বছরের ৭ মে জবালে নূর, আরএস ইন্টারন্যাশনাল ও টিএস গ্রুপ নামের তিনটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩০ বাংলাদেশিকে রাশিয়ায় পাঠায় চক্রটি। রাশিয়ায় যেতে প্রত্যেকে গড়ে প্রায় ১০ লাখ টাকা খরচ করেন বলে জানা গেছে। তবে রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের চাকরি দেওয়া হয়নি। তাদের রুশ সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর মাত্র ২১ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়।

আসাদুজ্জামান বলেন, ‘বাংলাদেশ থেকে যাদের নেওয়া হয়েছিল, তারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত ছিলেন না। যুদ্ধের জন্য তাদের শারীরিক প্রকৃতি, সামরিক প্রশিক্ষণ বা কৌশলগত দক্ষতা ছিল না।’

তাদের কেন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হলো? এমন প্রশ্নের উত্তরে মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, শত্রুপক্ষের অবস্থান জানতে বাংলাদেশিদের টেপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানোর পর শত্রুপক্ষের অবস্থান শনাক্ত করা হতো।’

এসআরবি আরও জানায়, যুদ্ধক্ষেত্রে সামনের সারি, মধ্যবর্তী অংশ ও পেছনের অংশ-এই তিন জায়গায় বাংলাদেশিদের মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রথম দিনই ড্রোন হামলায় ১৭ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়। পরে আরও তিনজন মারা যান।

এসআরবির তথ্য অনুযায়ী, পাচার হওয়া বাকি ১০ বাংলাদেশির মধ্যে ছয়জন এখনো যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছেন। আহত হয়েছে চারজন। যার মধ্যে দুইজন মস্তকর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং দুইজন দেশে ফিরেছেন।

এসআরবি-১০ এর অধিনায়ক আসাদুজ্জামান বলেন, ‘দেশে ফেরা দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজনের নাম রাজন। গত ২৩ আগস্ট দূতাবাসের সহায়তায় দেশে ফেরেন তিনি। তার বাড়ি ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ থানায়। ড্রোন হামলায় তার মেরুদণ্ডের নিচের অংশে হাড় ভেঙে যায়। এরপর প্রায় চার কিলোমিটার পথ বুকের ওপর ভর দিয়ে একটি ক্যাম্পে পৌঁছান তিনি।’

দেশে ফেরার পর মানবপাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনে কালিগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে রাজনের পরিবার।

এসআরবির তথ্য অনুযায়ী, রাশিয়ায় পাচার হওয়া বাংলাদেশিদের বাড়ি গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, জামালপুর, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও গাজীপুরসহ বিভিন্ন জেলায়। বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবারের। বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে তারা রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। অনেক পরিবার স্বজনদের মৃত্যুর খবর পেলেও মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

এ পাচার চক্রে বাংলাদেশিদের পাশাপাশি ইগর নামের এক রুশ নাগরিক এবং জুলিয়া নামের এক কিরগিজ নারীর জড়িত থাকার অভিযোগ পেয়েছে এসআরবি।

বিদেশি ওই দুই সন্দেহভাজন পাচারকারীর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে এসআরবি। এছাড়া, চক্রের আরেক সদস্য মোস্তাফিজুরকে গ্রেপ্তারেও অভিযান চলছে।



QR কোড স্ক্যান করুন

আপনার কাছাকাছি মসজিদে পরবর্তী জামা'আত কখন?

 টাওয়ার হ্যামলেটসের নিকটবর্তী মসজিদগুলোর নামাজের সময় সঙ্গে সঙ্গে জানে নিন

 সব মসজিদের লাইভ জামা'আতের সময় ও নামাজের পূর্ণ সময়সূচি দেখুন

 টাওয়ার হ্যামলেটসে কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নোটিফিকেশন জেনে নিন



COUNCIL of MOSQUES




এখনই আমাদের ফ্রি অ্যাপ ডাউনলোড করুন!

রিয়াদ বিমানবন্দর বন্ধ সৌদির আকাশ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানায়, বিমানবন্দরের সুযোগ-সুবিধার নিরাপত্তা ও পরিচালনগত প্রস্তুতি নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সুবিধার্থেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এয়ারপোর্ট বন্ধ থাকবে বলে জানা গেছে।

চলতি সপ্তাহে অন্তত চারবার বিমানবন্দরটিতে প্রাণঘাতী হামলা চালায় হুথিরা। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলাটি ঘটে গত শনিবার। ওই দিন ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে দুই বাংলাদেশিসহ অন্তত ১৩ জন নিহত হন। আহতের সংখ্যা ৩০০ জনেরও বেশি। বার্তাসংস্থা রয়টার্স জানায়, গত এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে এটি ছিল সৌদির ওই অঞ্চলে সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা। এ ঘটনার পর রোববার আবারও হামলা চালায় হুথিরা। মিডল ইস্ট আইয়ের প্রতিবেদন জানায়, রোববারের হামলায় অন্তত একজন নিহত ও ১১ জন আহত হন। কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি যাত্রী টার্মিনালে নতুন এ হামলা হয়েছে।

এসব হামলার জেরে গত কয়েক বছরের মধ্যে সৌদি বিমান চলাচল ব্যবস্থায় বড় ব্যাঘাত ঘটেছে। বিমান চলাচল-বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান সিরিয়ামের তথ্য অনুযায়ী, রোববার নির্ধারিত সব ফ্লাইটের ৯৯ দশমিক ৭ শতাংশই বাতিল করা হয়েছে। ‘ফ্লাইটর‍াডার২৪’-এর বিমান চলাচল পর্যবেক্ষণকারী ব্যবস্থায় দেখা গেছে সোমবার বিমানগুলো ওই শহরটি এড়িয়ে চলেছে। তবে অন্যান্য বিমান সৌদির আকাশসীমা অতিক্রম করেছে এবং দেশটির পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত প্রধান বিমান চলাচলকেন্দ্র জেদ্দায় অবতরণ করেছে। এ পরিস্থিতির কারণে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন বিমান সংস্থাকে তাদের পরিষেবা স্থগিত করতে হয়েছে। পাশাপাশি, রোববার যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মার্কিন বিমান সংস্থাগুলোকে সৌদির ওপর দিয়ে বা সেখানে যাওয়ার সময় সতর্কতার পরামর্শ দেয়। শুক্রবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিমান চলাচল-বিষয়ক সংস্থা ‘ইএসএ’ সতর্কবার্তা আরও বিস্তৃত করে। লুফথানসা গ্রুপ ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত রিয়াদগামী সব ফ্লাইট বাতিল করে।

অন্যদিকে, এয়ার ফ্রান্স-কেএলএম সৌদির রাজধানীতে যাতায়াতকারী ফ্লাইটগুলোর পরিষেবা স্থগিত রাখার মেয়াদ বাড়িয়ে এ মাস পর্যন্ত করেছে। সৌদিগামী ফ্লাইট বাতিলের মেয়াদ বাড়ানো বিমান সংস্থাগুলোর মধ্যে আবুধাবির ইতিহাদ এয়ারওয়েজও রয়েছে। এর ফলে সোমবার ও মঙ্গলবার রিয়াদ, জেদ্দা ও দাম্মামগামী প্রায় ২০টি ফ্লাইট ব্যাহত হয়েছে।

হুথির সঙ্গে উত্তেজনা বৃদ্ধি সৌদির বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। তেল-সংক্রান্ত কার্যক্রম ত্রাসসহ বিভিন্ন কারণে এ বছর সৌদি আরবের প্রকৃত জিডিপি ৩ দশমিক ৬ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

সৌদি ভ্রমণে সতর্কতা জারি বিভিন্ন দেশের

সৌদির বিভিন্ন বিমানবন্দরে ধারাবাহিক হুথি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি দেশ তাদের নাগরিকদের দেশটিতে ভ্রমণ না করার বিষয়ে সতর্ক করেছে। আল জাজিরা জানায়, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের অনুরূপ সতর্কবার্তার পর সোমবার অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সৌদি আরব ভ্রমণের বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে।

অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য বিভাগ জানিয়েছে, অস্ট্রেলীয়দের রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এড়িয়ে চলা উচিত এবং সৌদি আরবের অন্যান্য বিমানবন্দরে ভ্রমণের বিষয়টি ‘পুনর্বিবেচনা’ করা উচিত।

নিউজিল্যান্ডের পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদের নাগরিকদের সৌদির রাজধানীর প্রধান প্রবেশপথ এবং নাজরান, জাজান ও আসির প্রদেশে যে কোনো প্রয়োজনে ভ্রমণ না করার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে সৌদি আরবে ‘অপরিস্রাহ্য নয় এমন’ ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে। রিয়াদে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস রোববার মার্কিন নাগরিকদের সৌদি আরবে ভ্রমণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছে। সিঙ্গাপুরভিত্তিক স্বাধীন বিশ্লেষক ও পরামর্শক ব্রেন্ডন সোবি বলেন, এ অঞ্চলের এবং এর বাইরের বিমান চলাচলের ওপর এসব হামলার প্রভাব কেমন হবে, তা এখনই বলা বা অনুমান করা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আল জাজিরাকে তিনি বলেন, ‘ইরান যুদ্ধ ও সেই সংকটের ফলে সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত ও বাহরাইনের ওপর যে প্রভাব পড়েছিল, ঠিক তেমনই সাম্প্রতিক সংকটের প্রভাবও নির্ভর করছে কয়েকটি বিষয়ের ওপর, যেমন-এই সংকট কতদিন স্থায়ী হয়, রিয়াদ বিমানবন্দর কতদিন বন্ধ থাকে এবং পুনরায় খোলার পর কতদিন ও কী মাত্রায় বিধিনিষেধ বলবৎ থাকে।’

সৌদির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আরাঘচির ফোনালাপ : হুথির এসব হামলার দায় নিতে নারাজ ইরান। তারা বলছে, এটা হুথি ও সৌদির অভ্যন্তরীণ বিষয়। সৌদির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, সৌদির পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। ইরানসমর্থিত হুথিরা সৌদি বিমানবন্দরগুলোতে হামলা চালানোর পর ওই অঞ্চলে যে উত্তেজনা বেড়েছে, তা নিয়ে দুই মন্ত্রী আলোচনা করেন। রোববার টেলিগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে আরাঘচি বলেন, রাজনৈতিক সমাধানের পথ উপেক্ষা করে সামরিক পন্থার ওপর জোর দিলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়বে। এ অঞ্চলের সংকটগুলোর কোনো সামরিক সমাধান নেই। তিনি বলেন, সৌদি ও ইয়েমেনের মধ্যে সংলাপ শুরু এবং রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় যে কোনো সহায়তা দিতে ইরান প্রস্তুত।

অভিনব কায়দায় জালিয়াতি

অনুপস্থিতি নিয়ে কথা বলতে একটি ভিডিও কলের আয়োজন করেন।

আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় অ্যালিশা জানান, ওই অনলাইন মিটিংয়ে কাশিমকে দেখতে যাতে অসুস্থ লাগে এজন্য তিনি মুখে মেকআপ মেখে এসেছিলেন। কিন্তু মিটিং চলাকালীন তার কপালের মেকআপ সরে গিয়ে আসল চামড়া বেরিয়ে পড়ে এবং তার মুখ ও গলার রঙের ভিন্নতাও ধরা পড়ে যায়।

প্রসিকিউটর লুসি অর্গান আদালতকে জানান, ম্যানেজারের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য তিনি ভিডিও কলে কতটা হাস্যকর রকমের মিথ্যা আশ্রয় নিয়েছিলেন, এটি তারই প্রমাণ। এ ছাড়া ভুলবশত অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের ইমেইল আইডি দিয়ে মিটিংয়ে যোগ দেওয়ায় তার একাধিক চাকরির বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচারকার্য চলছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ড. ইউনূসকে হেনস্তা

ব্যবস্থা নিতে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ মিশনকে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, এমন একটি গোষ্ঠী শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে বিদেশের মাটিতে হয়রানি করেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত একজন ব্যক্তির সঙ্গে এ ধরনের আচরণের নিন্দা জানায় বাংলাদেশ সরকার। এতে আরও বলা হয়, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা ভবিষ্যতে দেশের সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে এ ধরনের অসদাচরণ থেকে বিরত থাকবেন বলে সরকার আশা করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিউইয়র্কে বাংলাদেশের মিশনকে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করতে বলেছে। একই সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিকদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

এ বিষয়ে মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্পচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেন, ইতালিতে অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন হেনস্তার শিকার হওয়ার পর যে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, অধ্যাপক ইউনূসের ক্ষেত্রেও তাই করা হবে।

প্রসঙ্গত, নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে মুহাম্মদ ইউনূসকে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সময় সোমবার বিকাল পৌনে ৪টায় বিমানবন্দর থেকে হুইল চেয়ারে বের হওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় কয়েকজন মুহম্মদ ইউনূসের সামনে দাঁড়িয়ে যান। একজন ড. ইউনূসকে প্রশ্ন করেন- ‘হোয়াই ইউ কাম হেয়ার?’ ইউ কিলড থাউজ্যান্ড পিপল ইন বাংলাদেশ।’ তখন হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে মুহাম্মদ ইউনূসকে টার্মিনালের ভিতরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

সাবেক ১২ উপদেষ্টার ক্ষোভ

সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে হয়রানি ও হেনস্তার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার সরকারের ১২ জন উপদেষ্টা। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ ঘটনার কঠোর নিন্দা জানিয়েছেন তারা।

বিবৃতিতে তারা বলেছেন, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে লক্ষ্য করে অব্যাহত হয়রানি, অনলাইনে অপপ্রচার এবং পরিকল্পিত আক্রমণের ঘটনায় আমরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছি ও কঠোরতম নিন্দা জানাচ্ছি। বিবৃতিদাতারা হলেন সাবেক উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, সিআর আবারার, আসিফ নজরুল, আদিলুর রহমান খান, জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সাখাওয়াত হোসেন, ফারুক-ই-আজম, ফরিদা আখতার, শারমিন এস মুরশিদ, মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

এছাড়াও, এ ঘটনায় বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে হেনস্তাকারিদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে, ড. ইউনূসের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের তথ্য আগেই ফাঁস হয়। তিনি কখন ও কোন ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন, সে খবর জেনে ফ্যাসিস্টরা আগেভাগেই প্রস্তুতি নিয়ে বিমানবন্দরে উপস্থিত হন। তাকে পরিকল্পিতভাবে হেনস্তা করে এর ভিডিও নিজেরাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে নেন। পরে আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের বিভিন্ন আইডি ও পেজ থেকে ছড়িয়ে ওই ভিডিও ভাইরাল করা হয়। রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বর্তমানে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর (এসএসএফ) নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ করছেন। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব হস্তান্তরের পর থেকে এক বছর তার এই নিরাপত্তা সুবিধা বহাল থাকবে। তবে এবারের যুক্তরাষ্ট্র সফরে তিনি রাষ্ট্রীয় কোনো সুবিধা গ্রহণ করেননি।

ইউনূস সেন্টার সূত্রে জানা গেছে, ড. ইউনূসের সফরটি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত।

তিনি তার মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও চিকিৎসা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন। এজন্য তিনি নিরাপত্তা নেননি। ইউনূস সেন্টারের পক্ষ থেকেও এ সফরের বিষয়ে আগে কিছু জানানো হয়নি। তিনি প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার আগে যেভাবে বিদেশ সফরে যেতেন, সেভাবেই এই সফরে গেছেন। তিনি সচরাচর সফরের সময় প্রটোকল নেন না বলেও ইউনূস সেন্টার জানিয়েছে।

ড. ইউনূসকে হয়রানির বিষয়ে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোজাম্মেল হক মিডিয়াকে বলেন, তিনি নিউ ইয়র্কে আসার আগে বাংলাদেশ মিশনকে অবহিত করেননি। এজন্য বিমানবন্দরে তাকে প্রটোকল দেওয়ার জন্য কোনো কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন না।

যুক্তরাজ্যে ২১ হাজারের বেশি

ফিলিস্তিনি শরণার্থী হিসেবে পরিচয় দেওয়া ২৯ বছর বয়সী আব্বাসকে ২ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড মূল্যের একটি বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। এক পুলিশ কর্মকর্তাকে মারধরের ঘটনায় কারাদণ্ড এড়ানোর পর বাড়িটি পাওয়ার মাত্র দুই দিন পর তিনি একটি পরিবারের বাড়িতে ঢুকে দুই কিশোরীর সামনে অশালীন আচরণ করেন বলে প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে।

ইথিওপীয় নাগরিক হাদুশ কেবাতুর ঘটনাও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। ২০২৫ সালের ২৯ জুন ব্রিটেনে পৌঁছানোর পর তার আবাসনের ব্যয় সরকার বহন করেছিল বলে জানায় দ্য সান। পরে ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরীর প্রতি যৌন হয়রানি এবং এক নারীকে যৌন নিপীড়নের ঘটনায় তিনি ১২ মাসের কারাদণ্ড পান। কারাগার থেকে ভুলবশত মুক্তি পাওয়ার পর তাকে খুঁজে বের করতে পুলিশ অভিযান চালায়। পরে বহিষ্কারের বিমানে শান্তভাবে উঠতে রাজি করাতে তাকে ৫০০ পাউন্ড দেওয়া হয়েছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাঁচজন নিরাপত্তাকর্মীর পাহারায় তাকে ইথিওপিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়।

হামাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে আলোচিত মুহাম্মদ কাসেম সাওয়ালহার বিষয়টিও প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। দ্য সান-এর দাবি, ১৯৯০-এর দশকে ব্রিটেনে আসার পর তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পান। ২০০৩ সালে উত্তর লন্ডনের বারনেট কাউন্সিল তাকে একটি বাড়ির ভাড়াটিয়া হিসেবে বরাদ্দ দেয়। ২০২১ সালে তিনি ও তার স্ত্রী সরকারি ‘রাইট টু বাই’ প্রকল্পের আওতায় বাড়িটি কেনেন। এতে বাড়ির মূল দামের তুলনায় ১ লাখ ১২ হাজার পাউন্ডের বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছিল বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। তবে হামাস-সংশ্লিষ্টতা নিয়ে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা তথ্য ও অভিযোগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদ-সংক্রান্ত ১১টি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করা আবু হামজার স্ত্রী নাজাত চাফের আবাসন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে দ্য সান। সংবাদমাধ্যমটির দাবি, পশ্চিম লন্ডনের শেফার্ডস বুশে প্রায় ১৭ লাখ পাউন্ড মূল্যের পাঁচ শয়নকক্ষের একটি কাউন্সিল বাড়িতে তিনি বসবাস করছেন। বাড়িটির সংস্কারে প্রায় ৭০ হাজার পাউন্ড সরকারি অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি ভাড়ার চুক্তির কারণে কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ তাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে পারছে না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সোমালীয় নাগরিক হাযবে কাবদিরাহমান নুরের ঘটনাও প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। ২০২৪ সালের অক্টোবরে ছোট নৌকায় ব্রিটেনে আসার পর তার আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলেও আপিল চলাকালে তিনি হোম অফিসের আবাসনে ছিলেন। ২০২৫ সালের মে মাসে ডার্বির একটি ব্যাংকে গুরবিন্দর জোহাল নামের এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় নুরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়, যার মধ্যে নূনতম ২৫ বছর কারাভোগের নির্দেশ রয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

এদিকে, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করা জামিল আহমেদের বহিষ্কার ঠেকাতে প্রায় ১০ বছর ধরে আইনি লড়াইয়ে সরকারি অর্থে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছে দ্য সান। শেষ পর্যন্ত তিনি স্কটল্যান্ডে থাকার অধিকার পান। সংবাদমাধ্যমটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে স্কটল্যান্ডে আশ্রয়প্রার্থী, শরণার্থী ও বৈধ অভিবাসন-অবস্থা না থাকা ব্যক্তিদের জন্য ৩৪৬টি ফৌজদারি আইনি সহায়তা মঞ্জুর করা হয়। বিদেশি অপরাধীদের আইনি সহায়তায় স্কটিশ করদাতাদের মোট ব্যয় ৫ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আবদুল রহমান মোহাম্মদের ঘটনাও রয়েছে। সোমালীয় এই নাগরিকের বিরুদ্ধে ৩০টি অপরাধের রেকর্ড থাকার কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে মারামারি, ছুরি বহন, হামলা ও ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে। ২০০৮ সালে তার বিরুদ্ধে বহিষ্কারের নির্দেশ জারি হলেও সোমালিয়ায় নিরাপত্তাবৃকির আশঙ্কায় ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের বিচারকেরা তা আটকে দেন। পরে অবৈধভাবে ৪৪৫ দিন আটক রাখার দায়ে ২০১৭ সালে ব্রিটিশ হোম অফিসকে ৮০ হাজার পাউন্ড তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আরেক ঘটনায়, মিসরীয় নাগরিক আবদেল-রহমান আদনান আবুয়েলেলাকে ২০২৩ সালে আশ্রয়ের আবেদন করার পর পশ্চিম লন্ডনের ইলিংয়ে একটি হিলটন হোটেলে রাখা হয়েছিল বলে জানায় দ্য সান। পরে হাইড পার্কে এক নারীকে ধর্ষণের দায়ে তিনি সাড়ে আট বছরের কারাদণ্ড পান। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এর আগে মিসরে বোমা তৈরির একটি চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে অনুপস্থিতিতে তার সাত বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল।

ব্রিটিশ হোম অফিসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অবৈধ ও বিপজ্জনক পথে ব্রিটেনে আসার আকর্ষণ কমাতে ফ্রান্সে কর্মকর্তাদের উপস্থিতি বাড়ানো হচ্ছে এবং বিদেশি অপরাধীদের বহিষ্কারের কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। সরকারের ক্ষমতায় আসার পর থেকে চলতি বছরের মার্চের শেষ পর্যন্ত প্রায় ১২ হাজার বিদেশি অপরাধীকে ফেরত পাঠানো বা বহিষ্কার করা হয়েছে, যা আগের তুলনায় ৪১ শতাংশ বেশি বলে জানিয়েছে হোম অফিস।



STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)

M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT



দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে

■ আকর্ষণীয় রেট

■ বিকাশ সার্ভিস

■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার

■ একাউন্ট ট্রান্সফার

■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার

■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ



যুক্তরাজ্যে ২১ হাজারের বেশি অপরাধী বহিষ্কারের অপেক্ষায়



দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬: ব্রিটেনে আশ্রয়প্রার্থী ও বিদেশি অপরাধীদের আবাসন, আইনি সহায়তা, ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য সরকারি সুবিধার ব্যয় নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অপরাধে দণ্ডিত বা বহিষ্কারের আওতায় থাকা একাধিক বিদেশি নাগরিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের সরকারি সুবিধা

পেয়েছেন। এসব সুবিধার অর্থের বড় অংশ এসেছে করদাতাদের কাছ থেকে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত জুনের শেষ নাগাদ ব্রিটেনে বহিষ্কার করা উচিত ছিল-এমন ২১ হাজার ২৯৪ জন বিদেশি অপরাধী মুক্ত অবস্থায় ছিলেন। দুই বছর আগে লেবার পার্টি সরকার গঠনের সময় এই সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৬৭৭। অর্থাৎ, এ সময়ে সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিটেনে ৯৩ হাজার ২৯৩ জন আশ্রয়প্রার্থী তখনও সরকারি সহায়তা পাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে ৬৯ হাজার ৩৮ জন বাড়ি, ফ্ল্যাট বা যৌথ আবাসনে এবং ১৬ হাজার ২১ জন হোটেলে অবস্থান করছিলেন। প্রতিবেদনে আলোচিত ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে মোহাম্মদ আব্বাসের ঘটনা। দ্য সান-এর দাবি, -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

চাকরির প্রলোভনে রাশিয়ায় নিয়ে পাঠানো হয় যুদ্ধে প্রথম দিনেই প্রাণ হারান ২০ বাংলাদেশি

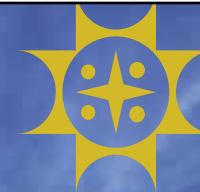


দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬: ভালো বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে অন্তত ৩০ বাংলাদেশিকে রাশিয়ায় পাচার করা হয়। পরে তাদের রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয় এবং মাত্র ২১ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

জল্পনা-কল্পনার ডিসেম্বর



দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর ২০২৬: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আগামী ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন। দেশে ফিরে আইনি প্রক্রিয়া মোকাবিলায় কথা বলেছেন তিনি। তবে তার প্রত্যাবর্তনের তারিখ, ভারতে অবস্থান থেকে কীভাবে দেশে ফিরবেন এবং তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতারা ফিরবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...



SonaliPay
www.sonalipay.co.uk

SEND MONEY TO BANGLADESH WITH ZERO TRANSFER FEES



A subsidiary of Sonali Bank PLC.

DOWNLOAD OUR APP



To Register Visit:
www.sonalipay.co.uk
Phone: 02078778222

Terms & Conditions Apply
©All Right Reserved.SONALIPAY UK LTD